চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৪ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 12 June 2018 ■ আগরতলা, ১২ জুন ২০১৮ ইং ■ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কথার নাম লতা

সুবোধ ঘোষ

দীর্ঘ ৩৫ বছরের বাম শাসনে আমরা সকলে যেন কর্মবিমুখ হয়ে পড়েছি। কাজ না করে মাসোয়ারা নিতে আমাদের লজ্জা নাই। সরকারী অফিস আদালতে এ যেন কর্মসংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বেসরকারী সংস্থার মালিকরাও যেন অল্প পুঁজিতে বেশি লাভ কি করে করতে হয় সেই ধান্দায় ছিল। বর্তমানও সেই অবস্থায় রয়েছে তারা। পুরো বাম আমলে

এখনো চলছে আড্ডা সংস্কৃতি

কর্ম সংস্কৃতি যেন আড্ডা সংস্কৃতি। সরকারী অফিস আদালতে ছিল হগব রাজ। কর্মচারীদের ছিল বদলির ভয়। হগব নেতারা ছিল তাদের মা বাবা। হগব নেতাদের পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে দাপটে চলছে সিট্যু রাজ। যান চালকদের উপর যাত্রীদের কথা বলার সাহস ছিল না। বললে হেনস্থা হতে হত। সেই সাথে মাফিয়া সংস্কৃতিতে ভরে ছিল রাজ্য। পাচার বাণিজ্য, গাঁজা চাষ, অবৈধ নেশা সামগ্রীর রমরমা রোধ করা সম্ভব ছিল না। কেননা, তারা ছিল বাম সরকারের প্রিয় পাত্র।

দীর্ঘ সময় ধরে বাম আমলের অভ্যাসগুলি এক ফুৎকারে উড়ে যাবে এমন ভাবনা কেন ভাবা হচ্ছে? কেননা, দীর্ঘ বছরের অভ্যাস কয়েকমাসে পাল্টানোতো সম্ভব নয়। আরাম আয়েসে থাকা সরকারী কর্মচারীরাতো আর হুট করে মানসিকতা পাল্টাতে পারে না। যান চালকদের অবস্থাও তাই। আজও চলছে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাইয়ের সংস্কৃতি। মন্ত্রী কঠোর হস্ত হলেও সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব দপ্তর বাবুদের। কিন্তু, দপ্তরবাবুরাতো এক খেয়োড়ের প্রাণী। তাই তো চোরে চোরে মাসতুতু ভাইয়ের খেলা যে চলছে। বাম আমল থেকে চলে আসা এমন খেলা সহসা বন্ধ হবে বলতো মনে হয় না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুর ও কমলপুরে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ উদয়পুর, ১১ জুন।। সোমবার দুপুরে নিখোঁজ হওয়া কমলপুর থানাধীন মহাবীর চা বাগান এলাকায় ৩২ বছর বয়সি রাজকুমার গারার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে সন্দেহ দানা বাঁধছে এলাকায়। কমলপুর থানাধীন মহাবীর চা বাগান এলাকায় রাজকুমার গারা নামের এক ব্যক্তি পুকুরে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। ঘটনাটি ঘটেছিল শনিবার। জানা গেছে, রাজকুমার প্রতিবেশীর অন্ত্যেষ্টি করতে কমলপুর থানাধীন মহাবীর চা বাগান এলাকার শ্মশানে গিয়েছিলেন। সেখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে পুকুরের জলে স্নান করতে গেলে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এরপর থেকে টাকা দুদিন শনিবার এবং রবিবার সেই পুকুরে খোঁজাখুঁজি চললেও রাজকুমারের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিকভাবে পুলিশও ধন্ধে পরে গিয়েছিল আদৌ রাজকুমার নিখোঁজ হয়েছেন কিনা। পুলিশের ধারণা, আদৌ রাজকুমার গারা পুকুরের জলে তলিয়েছেন কিনা-না অন্য কোনও ঘটনা এর পেছনে রয়েছে। কারণ পুলিশ জানিয়েছে, তাঁরা ড্রজার দিয়ে পুকুরের মাটি কেটেও তল্লাশি চালিয়েছেন। জলে নেমে তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়। কিন্তু তাতেও কোনও সন্ধান মেলেনি রাজকুমারবাবুর। ফলে পুলিশ এক সময় নিশ্চিত হয়ে যায় জলে ডুবেননি এই যুবক। আবার এলাকাবাসীর ধারণা ছিল, রাজকুমারের মদ্যপানের অভ্যাস রয়েছে। হয়ত তিন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর মদ্যপান করে কোথাও চলে গেছেন। যদিও পুলিশ নিখোঁজ রাজকুমার গারার জন্য বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছিল। সোমবারও এই তল্লাশি জারি ছিল। শেষ পর্যন্ত সোমবার দুপুরে এই পুকুরেই তাঁর মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পুকুর থেকে রাজকুমারের মৃতদেহ উদ্ধার করে। রাজকুমারের মৃতদেহের সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁর পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিকে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। ময়না তদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য বেরিয়ে আসবে বলে মনে করছে পুলিশ। এদিকে, গোমতী জেলার আর কে পুর থানার অধীন উদয়পুরের রাজনগর বড়টিলা এলাকায় সঞ্জিত ভৌমিক (৩৭) নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতের বাড়ি ঐ এলাকাতেই। রাম সাহার ভাট্টার সামনে একটি ছড়ার উপর কালভার্টের নীচে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় জনগণ। সোমবার সাতসকালে মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় জনগণ পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান অতিরিক্ত মদ্যপান করার ফলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থল তথা কালভার্টের উপর কিছু মুড়ি পাওয়া যায়। আশঙ্কা করা হচ্ছে প্রচন্ড পরিমানে মদ্যপান করায় ঐ ব্যক্তি কালভার্ট থেকে নীচে ছড়ায় পড়ে যায় এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গিয়েছে নিহত ব্যক্তির মদ্যপানের অভ্যাস ছিল। পেশায় তিনি রিক্সা চালক। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

বিশালগড় ও তেলিয়ামুড়ায় বিদ্যুতের ছোবলে নিহত এক, মা ও ছেলে সহ গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ তেলিয়ামুড়া, ১১ জুন।। সোমবার বিদ্যুৎ সংযোগ সারাই করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনা বিশালগড় থানার অধীন নেহাল চন্দ্র নগর এলাকায়। নিহতের নাম রঞ্জন সাহা। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গিয়েছে মানিক দেবনাথ এবং রঞ্জন সাহা উভয়ে মিলে বিদ্যুতের লাইন সারাইয়ের কাজ করতে অফিস থেকে বেরিয়ে যান। ট্রান্সফরমার সারাইয়ের জন্য গিয়ে দেখেন জঞ্জালে ভরা। মানিকবাবু জঞ্জাল পরিস্কার করতে গেলে রঞ্জন সাহা ট্রান্সফরমার সারাই করতে। ট্রান্সফরমারটিতে চারিদিকে প্রচুর জঞ্জাল ছিল। পরিস্কার করার সময় হঠাৎ ট্রান্সফরমারে সর্টসার্কিট হয়। তাতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হন। ছটফট করতে থাকেন। রঞ্জন সাহাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন মানিক দেবনাথ। দুজনেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। কিন্তু, তিনি প্রাণে বাঁচলেও রঞ্জন সাহা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

শুরু হয় চিৎকার চেচামেচি। এলাকার লোকজন ছুটে আসেন। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। নিহত রঞ্জন সাহার বাড়ি বিশালগড় পশ্চিম লক্ষ্মীবিল এলাকায়।

বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে বিশালগড়ে নিহত রঞ্জন সাহা (বাঁয়ে) এবং তেলিয়ামুড়া আহত মা ও ছেলে (ডানে)। ছবি নিজস্ব।

মানিক দেবনাথ জানিয়েছেন ট্রান্সফরমারের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। অফিস এবং এলাকাবাসী থেকে বহুবার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হয়েছিল যাতে সংস্কার করা হয়। এমন বহু ট্রান্সফরমার রয়েছে যেগুলি বিপজ্জনক অবস্থায়। যেকোন সময় বড় ধরনের দূর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ।

এদিক, বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন মা ও ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে তেলিয়ামুড়া থানার আধীন কৃষ্ণপুর এলাকায় সোমবার বিকাল চারটা নাগাদ। বর্তমানে মা ও ছেলের চিকিৎসা চলছে আগরতলায় জি বি হাসপাতালে। মা সুনীতি সরকার এবং ছেলে মিন্টু সরকার স্নান করে এসে তারটি সরানোর জন্য চেষ্টা করতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। মাকে বাঁচাতে বারো বছরের ছেলে মিন্টু সরকার চেষ্টা চালায়। ছেলেও মায়ের সাথে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হন। পরে বড় ছেলে সহ এলাকাবাসী বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে আহত অবস্থায় তাদের দুজনকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হসপাতালে নিয়ে যায়। যদিও খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া ফায়ার স্টেশনের দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে। তবে তার আগেই দুজনকে হাসপাতালে পৌঁছানো হয়। তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের চিকিৎসকরা মা ও ছেলেকে আগরতলায় জি বি হাসপাতলে রেফার করে দেয়।

দুর্নীতির দায়ে প্রাক্তন ডিজিপি কে নাগরাজের পদোন্নতি বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,১১ জুন।। রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন মহানির্দেশক কে নাগরাজের পদোন্নতি বাতিল করা হয়েছে। ফলে, তাঁর ডিজিপি পদমর্যাদা কেড়ে নিয়ে আইজিপি পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে

আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন সম্পতির মামলা রয়েছে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থার পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু, কে নাগরাজের ব্যাপারে সমস্ত কিছু জেনেও পূর্বতন সরকার সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবে তাঁকে এডহক ভিত্তিতে পদোন্নতি দিয়েছিল। ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস পদোন্নতির নীতি নির্দেশিকায় এডহক ভিত্তিতে পদোন্নতির বিধান নেই। তাই তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কে নাগরাজের বিরুদ্ধে ২০০৫ সালে সিবিআই আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির মামলা দায়ের করেছিল। তখন তিনি সিআরপিএফের ডিআইজি পদে হায়দরাবাদে নিযুক্ত ছিলেন। সিবিআই মামলার ফলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থার পদক্ষেপ নেয়। রাজ্য সরকারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয় সবাইকে, স্বাবলম্বী করাই রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য ঃ রতন নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,১১ জুন।। রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি আবারও স্পষ্ট করলেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। মোদি সরকারের চার বছরের সাফল্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর দাবি, সকলকে স্বাবলম্বী করে তোলাই রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য। কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় তা সম্ভব বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, কর্মসংস্থানের একমাত্র মাধ্যম সরকারি চাকুরি হতে পারে না। বিজেপির প্রাক্ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তাঁর মতে, মেক ইন ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, মুদ্রা লোনের মাধ্যমে দেশে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়েছে মোদি সরকার। এ রাজ্যেও এই প্রকল্প গুলির মাধ্যমে সকলকে স্বাবলম্বী করে তোলা হবে।

সোমবার বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা প্রতিমা ভৌমিক এবং

সোমবার বিজেপি কার্য্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি নিজস্ব।

আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ মোদি সরকারের চার বছরের সাফল্যকে ঘিরে বিভিন্ন কর্মসূচির বিস্তৃত বর্ণনা দেন। দলের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা জানিয়েছেন, মোদি সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিজেপি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে গত ২৬ মে থেকে ১১ জুন পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, পূর্বতন সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রাজ্য সরকার নিজস্ব বলে জনগণের কাছে তুলে ধরত। তিনি জানান, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অন্তর্গত ২৬২ টি সাফাই অভিযান এই সময়ের মধ্যে সংঘঠিত করা হয়েছে। এছাড়া ৬২২০ টি বুদ্ধিজীবী সম্মেলন করা হয়েছে। ১৬৬৫টি গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এক হাজারের অধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাথে জনসংযোগ করা হয়েছে। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধাভোগী ২১৩৫০ জনের কাছ থেকে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। সারা রাজ্যে ১৭৯২৯ জন বাইক র‍্যালিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি ৩৪টি স্কুল ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসির চেয়ারম্যান বদলের দাবীতে লেফুঙ্গায় আইপিএফটির পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। ব্লক উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান বদলের দাবিতে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মোহনপুর মহকুমা। চেয়ারম্যান বদলের দাবিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সহযোগী আইপিএফটি-র সমর্থকরা সোমবার দিনভর পথ অবরোধ করে রাখেন। তাতে সমগ্র এলাকায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। সকাল থেকেই সিমনা থেকে খোয়াইগামী বিকল্প জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখেন আইপিএফটি সমর্থকরা। এদিন, দুপুর বারোটা থেকে অবরোধ শুরু হয়। তার আগে ব্লক অফিসে তালা লাগিয়ে দেন আইপিএফটি সমর্থকরা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আইপিএফটি কর্মীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আইপিএফটি'র কর্মী সমর্থকরা উত্তেজনাসর্বস্ব স্লোগান

সোমবার লেফুঙ্গায় আইপিএফটির পথ অবরোধ। ছবি- এনই ইমেজ।

দিয়েছেন। বিজেপি'র বিরুদ্ধে এই স্লোগানের প্রত্যক্ষ প্রভাবও পড়তে শুরু করেছে। ফলে সমগ্র এলাকায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়।

জানা গেছে, লেফুঙ্গা ব্লকের উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান পদে একজন স্থানীয় বিজেপি নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ আইপিএফটি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ কমিটিগুলির অচলাবস্থা কাটাতে রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিচ্ছে না এডিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। ভিলেজ কমিটিগুলির অচলাবস্থা কাটাতে রাজ্য সরকার এডিসি প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু, এডিসি প্রশাসন রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দেয়নি। ফলে, রেগার কাজ নিয়ে জটিলতা মিটছে না। তা সত্বেও রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত ১২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭২০ শ্রম দিবস তৈরী করেছে।

রাজ্য প্রশাসনের জনৈক আধিকারিকের কথায়, ভিলেজ কমিটিতে রাজ্য সরকার সরাসরি কোন হস্তক্ষেপ করতে পারে না। পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত হস্তক্ষেপের এক্তিয়ার রয়েছে রাজ্য সরকারের। তাই পঞ্চায়েতে অর্ডিন্যান্স জারি করে প্রধান ও উপ প্রধানদের নিয়ে যে জটিলতা দেখা দিয়েছিল তার সমাধান করেছে রাজ্য সরকার। একই ভাবে ভিলেজ কমিটিগুলিতেও নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভিলেজ চেয়ারম্যানরা অসহযোগিতা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু, রাজ্য সরকার এই সমস্যা সমাধানে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারছে না। কারণ, ভিলেজ কমিটি আইনানুসারে এডিসি প্রশাসনের এক্তিয়ার ভূক্ত। তাই, রাজ্য সরকার এডিসি প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল ভিলেজ কমিটিগুলিতে অচলাবস্থা কাটাতে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

ওই আধিকারিকের কথায়, পঞ্চায়েতে যেমন ভাবে অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে তেমনি এডিসি প্রশাসনও আইন সংশোধন করুক, চাইছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের তরফে এডিসি প্রশাসনকে বলা হয়েছে প্রশাসনিক রুল ১৬(১) সংশোধন করা হোক। তবেই, ভিলেজ কমিটির অচলাবস্থা কাটিয়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু, এডিসি প্রশাসন রাজ্য সরকারের এই আবেদনে সাড়া দিচ্ছে না। ফলে, রেগার কাজ স্বাভাবিক ভাবে করা যাচ্ছে না।

এক তথ্য তুলে ধরে ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, পুরো এডিসি এলাকাতে ২৩টি ব্লক রয়েছে। ওই ব্লকগুলিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুভ সকালের প্রত্যাশায় রাজ্যবাসী

সায়ন্তক চৌধুরী

রাজ্যের জোট সরকারের ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেছিলেন যে, তাকে একশত দিনের সময় দেবার জন্য। সেই একশত দিন পূর্ণ হবে ১৬ জুন। রাজ্যবাসীর সামনে এই একশত দিনের রিপোর্ট কার্ড পেশ করবে বিজেপি জোট সরকার। এ উপলক্ষে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হবে সম্মেলন। সম্মেলন ঘিরে চলছে তোড়জোর। সম্মেলন হবে আঠার জুন। আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রামমাধম, উত্তর পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অজয় জাম্বুয়াল, নেডার চেয়ারম্যান তথা অসমের অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ১৮ জুনকে সামনে রেখে রবিবার অনুষ্ঠিত হল জন সংযোগ সম্পর্ক কর্মসূচি। সোমবার বিজেপির প্রধান কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল সাংবাদিক সম্মেলন। বক্তব্য রাখলেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। মঙ্গলবার কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে বিজেপির বিধায়করা বৈঠকে বসবেন।

সোমবারের সাংবাদিক সম্মেলনে রতনবাবু অনেক আশা ভরসার কথা শোনালেন। তুলে ধরলেন বাম সরকারের সাথে বিজেপি জোট সরকারের পার্থক্যের দিকটি। বললেন, উন্নয়নের স্বার্থে কোনও রঙের বিচার হবে না। বিজেপি জোট সরকারের প্রধান লক্ষ্য হল রাজ্যের উন্নয়ন। এ উন্নয়নের স্বার্থে যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি স্পষ্ট করে জানালেন যে, যুব সমাজকে সরকারী চাকরীর উপর নির্ভর করলে চলবে না। তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে হবে। সেই সাথে রতন বাবু জানালেন যে, ১৮ জুন রাজ্যবাসীর জন্য অনেক চমক অপেক্ষা করছে। রাজ্যবাসীও আশা করছে, বিজেপি জোট সরকার তাদের মুখে হাসি ফোটাবে। দীর্ঘ ৩৫ বছর তথা বাম আমলে রাজ্যবাসী বাম নেতা ও মন্ত্রীর মুখ থেকে বারবার একটা কথা শুনেছে। তা হল কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না। উপা সরকারের আমলেও বাম নেতার কথার সুর এমন ছিল। এনডিএ তথা মোদি সরকারের আমলে এ সুর আরও চড়া হয়েছে। এবং তার খেসারতও দিল বাম সরকার। কেন্দ্র যখন বাম সরকারকে দিচ্ছে না তখন এ সরকার থাকা না থাকা সমান কথা। ১৮ এর বিধানসভার নির্বাচনে গণদেবতাদের রায়ে তারই প্রতিফলন ঘটলো। অপ্রত্যাশিত পরাজয় মেনে নিল মেলার মাঠ। জিরো থেকে বিজেপিকে হিরো করলেন গণদেবতারাই।

সেই বিজেপি জোট সরকারের একশত দিন পূর্ণ হতে আর মাত্র পাঁচদিন বাকি। এই একশত দিনে বিজেপি জোট সরকার রাজ্যবাসীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিগুলি ধীরে ধীরে পালন করার পথে এগুচ্ছে। এবং একশত দিনের কাজের রিপোর্ট কার্ড পেশ করবে জোট সরকার।

এদিকে, বিরোধী দলগুলিও যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। দাবি করছে রাজ্যজুড়ে কর্ম সংস্কৃতি লাটে উঠেছে। কাজের অভাব গ্রাম পাহাড়ের গরিব মানুষ রাজ্যান্তরী হচ্ছে। রাজ্যের উন্নয়ন কর্মকান্ড মুখ থুবড়ে পড়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বিজেপি জোট সরকারের দাবি বিরোধী দলগুলি প্রতিবাদের স্বার্থে প্রতিবাদ করছে। রাজ্যবাসী কোনও বিতর্কের মধ্যে যেতে চায় না তারা চায় সরকার হবে জনকল্যাণমুখী। বিজেপি সরকার মানুষকে সেই পথ দেখাবে- এ প্রত্যাশা তাদের রয়েছে। তাই একশত দিনে জোট সরকার অনেক কিছু করবে এমন আশাও রাজ্যবাসী করে না। তাই রাজ্যের মানুষ শুভ সকালের প্রত্যাশায় দিন গুনছে। বিজেপি সেই প্রত্যাশা পূরণ করবে- এমনই বিশ্বাস রাজ্যবাসীর।

গন্ডাছড়ায় বিরোধী দলনেতা ও দুই বিধায়ককে হেনস্থার অভিযোগ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। গন্ডাছড়া সফরে গিয়ে সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য তথা বিরোদীদলনেতা মানিক সরকার সহ বিধায়ক তপন চক্রবর্তী ও বিধায়ক প্রভাত চৌধুরীকে বিজেপি-আইপিএফটি জোটের সমর্থকরা হেনস্থা করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছে সিপিএম। তাঁদের গন্ডাছড়া রাজস্ব দপ্তরের ডাকবাংলোতে যাওয়ার পথে অবরোধ করে রাখা হয়েছিল বলেও অভিযোগ সিপিএমের। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হস্তক্ষেপে তাঁরা অবরোধ মুক্ত হন বলে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মন্ডলি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য এবং ত্রিপুরা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, বিধানসভায় বামফ্রন্টের হুইপ তপন চক্রবর্তী, বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ধলাই এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার অভাবক্লিষ্ট এলাকাগুলোর মানুষের সাথে কথা বলতে চার দিনের সফরে আজ সন্ধ্যায় গন্ডাছড়া এসে পেঁ ৗছলে রাজ্যের শাসক জোট বিজেপি - আইপিএফটি জোটের কিছু লোক বিরোধী দলনেতাকে গন্ডাছড়ার রাজস্ব দপ্তরের ডাকবাংলোয় যেতে বাধা দেয় এবং তাকে ফিরে যেতে স্লোগান দিতে থাকে। এ অবস্থান মানিক সরকার গন্ডাছড়া সিপিএম(এম) অফিসে চলে আলেন। স্থানীয় এসডিপিও কে তিনি বলপ্রয়োগ না করে তাদের বুঝিয়ে সরানোর জন্য অনুরোধ করেন।

বিরোধী দলনেতা সহ বিধায়কদের টিম গন্ডাছড়া, লংতরাইভ্যালী ও কাঞ্চনপুর মহকুমা সফরে যাবেন তা রাজ্য পুলিশ - প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল এবং রাজস্ব দপ্তরের ডাকবাংলো বুক করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও এসডিপিও, ওসি এর সামনেই বিজেপি আইপিএফটি কর্মীরা বিরোধী দলনেতাকে ডাকবাংলোয় যেতে বাধা দেয়। অবরোধকারীরা সংখ্যায় ২০/২৫ জন ছিল।

গন্ডাছড়া সহ ধলাই জেলার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে চরম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা □ বর্ষ-৬৪ □ সংখ্যা ২৪২ □ ১২ মে
২০১৮ ইং□ ২৮ জ্যৈষ্ঠ □ মঙ্গলবার □১৪২৫ বঙ্গাব্দ

আবার আগুনের খেলা

কোন্ দল কতবেশী উপজাতি দরদী তাহার প্রতিযোগিতা অতীতেও ছিল আজও আছে সগৌরবে। আইপিএফটি পৃথক রাজ্যের দাবী তুলিয়া মন্ত্রীত্ব পাইয়াছে। এখন আর তেমন পৃথক রাজ্য নিয়া মাতামাতি করে না দল। এই সুযোগে পাহাড়ে আধিপত্য বিস্তারে, উপজাতিদের মন টানিতে তৎপর হইয়াছে আইএনপিটি। একদা টিএনভির সর্বাধিনায়ক বর্তমানে আইএনপিটির সভাপতি বিজয় রাঙ্খল উপজাতিদের মন টানিতে উগ্র উপজাতি দরদী হইয়া উঠিয়াছেন। রাঙ্খলরা দাবী তুলিয়াছেন আসামের ধাঁচে ত্রিপুরায় এনআরসি চালু করার। ১৯৫১ সালকে ভিত্ত বছর ধরিয়া ত্রিপুরায় এনআরসি চালুর দাবীতে লাগাতর আন্দোলনে নামিবে বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন বিজয় রাঙ্খলরা। তাঁহাদের অন্যান্য দাবীগুলির মধ্যে আছে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট (এমান্ডমেন্ট) বিল ২০১৬ প্রত্যাহার করা, এডিসি এলাকায় ইনার লাইন পারমিট চালু করা, ১৯৬০ সাল হইতে জনজাতিদের সমস্ত হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়া। প্রতিটি দাবীই যথেষ্ট স্পর্শকাতর হিসাবে চিহ্নিত। রাঙ্খলবাবুরা অতীতেও এইসব দাবী তুলিয়াই রাজনীতির ময়দান কাঁপাইয়াছেন। কিন্তু, কাজের কাজ কিছুই হয় নাই। ত্রিপুরায় পৃথক রাজ্য যেমন অসম্ভব, অলীক স্বপ্ন, তেমনি এডিসি এলাকায় ইনার লাইন পারমিটের দাবীও চরম অবৈজ্ঞানিক ও অসম্ভব। আর এই মুহূর্তে আইএনপিটির সবচাইতে মুখ্য দাবী এনআরসি চালু করা। এই দাবী একেবারেই অযৌক্তিক তাহা বলা যাইবে না। ত্রিপুরায় বহু বাংলাদেশী প্রতিনিয়ত প্রবেশ করিয়া নাগরিকত্ব পাইয়া যাইতেছে। রাজ্যের যে পরিস্থিতি সেখানে বিদেশী বিতারণের পক্ষে অন্য কোনও রাজনৈতিক দল সায় দিবে বলিয়া মনে হয় না। অথচ আইএনপিটির এই দাবী উপজাতিদের আকর্ষণ করিবে সন্দেহ নাই। রাজ্যে উপজাতি ও বাঙালীদের মধ্যে যে সহাবস্থান দীর্ঘদিন যাবতই চলিয়া আসিতেছে তাহাকে বিনষ্ট করার প্রবণতা এ রাজ্যের মানুষ প্রতিহত করিয়াছে।

রাজ্যের উপজাতিদের মন টানিতে অবাস্তব জানিয়াও পৃথক রাজ্যের দাবীতে আইপিএফটি যে অনেকটাই সফল তাহা তো অস্বীকার করা যাইবে না। এখন রাজ্যে এনআরসি চালুর দাবী তুলিয়া আইএনপিটি নতুন করিয়া কতখানি ভাসিয়া উঠিতে পারিবে তাহাই বড় কথা। এইসব স্পর্শকাতর দাবীতে উপজাতি অংশের মানুষ যে অনেকটাই আকর্ষিত হয় তাহার প্রমাণ হাতের কাছেই আছে। কিন্তু, তাহাদেরও সম্বিত ফিরিবে। অতীতের ঘটনা তাহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে এমন বলিবার সুযোগ নাই। কারণ উপজাতি অংশের মানুষ বারবার ধোঁকা খাইয়াছেন। তাহাদের ধোঁকা দিয়াছে উপজাতি নেতারাই। রাঙ্খলবাবুরা তো স্বাধীন ত্রিপুরার জন্য বন্দুক কাঁধে জঙ্গলে আশ্রিত ছিলেন। স্বাধীন ত্রিপুরার জন্য রাজ্যে যাহারা অন্ধকার যুগের সৃষ্টি করিয়াছিল তাঁহারাই এখন অন্য সুরে কথা বলিতেছেন। কথায় আছে চালাকির দ্বারা মহৎ কর্ম সম্পাদন হয় না। উপজাতিদের মন পাওয়ার আশায় উপজাতি দলের নেতারা যেসব দাবী তুলিয়াছেন তাহা তো আগুন জ্বালায়, নিভায় না। যেমন এনআরসি চালু করায় আসাম কার্য্যত অগ্নিগর্ভ হইয়া আছে। ত্রিপুরায় অতীতে বারবার আগুন নিয়া খেলা হইয়াছে। আবার কি সেই আগুনের খেলা?

ডুবোজাহাজ ও সমুদ্রের নিচে অস্ত্র ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণা

ওয়াশিংটন, ১১ জুন।। হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে মার্কিন নৌবাহিনীর এক ঠিকাদারের কাছ থেকে চীন সরকার স্পর্শকাতরগোপন সামরিক তথ্য চুরি করেছে ব লে সন্দেহ করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে। ওয়াশিংটন পোস্ট বলছে, চুরিওয়া তথ্যের মধ্যে শব্দের চেয়েও দ্রুতগতির একটি ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণপ্রকল্পের পরিকল্পনা কথা ছিল। চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই সাইবার হামলাহয় বলে নিশ্চিত করেছে। যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য চুরি গেছে, সেটি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এরা ডুবোজাহাজ ও সমুদ্রের নিচে অস্ত্র ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণা ও সেগুলোর উন্নয়নে কাজ করে। অন্য এক ঘটনায় চীনের এক গণ্ডপ্তচরকে স্পর্শকাতর গোপন নথি সরবরাহের অভিযোগে প্রাক্তন এক গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করেছে মার্কিন বিচার বিভাগ। শুক্রবার ফেডারেল এসপিওনাজ অ্যাক্টে ৬১ বছর বয়সী স্কেভিন ম্যালরিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর তাকে আদালতে তোলাহবে, অভিযোগ প্রমাণিত হলে ম্যালরির সর্বোচ্চ যাবজজীবন সাজা হতে পারে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে মার্কিন বিচার বিভাগ। সিঙ্গাপুরে ১২ জুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বেজিং ঘনিষ্ঠ উত্তর কোরিয়ার শীর্ষ নেতা কিম জং উনের বৈঠকেকর কয়েকদিন আগেই ঠিকাদারের কাছ থেকে তথ্য চুরিতে চীনের সাইবার হামলার কথা প্রকাশ্যে এল। রোড আইল্যান্ডের নিউপোর্টভিত্তিক সামরিক সংগরঠন নেভাল আন্ডারসী ওয়ারফেয়ার সেন্টারের সঙ্গে হ্যাকিংয়ের শিকার ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটি ককাজ করত, ওয়াশিংটন পোস্টকে এমনটাই জানান মার্কিন কর্মকর্তারা। সী ড্রাগন নামে এক সামরিক প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যের পাশাপাশি মার্কিন নৌবাহিনীর ডুবোজাহাজ সমৃদ্ধকরণ ইউনিটের ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার লাইব্রেরিতেও প্রবেশাধিকার ছিল ওই ঠিককাদার প্রতিষ্ঠানের। ছিলপ ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ডুবোজাহাজগুলোতে জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র সংযুক্তির পরিকল্পনার কথাও। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সংযুক্ত সম্ভাব্য সব সাইবার নিরাপত্তা ইস্যু খতিয়ে দেখতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেমস ম্যাটিস নির্দেশ দিয়েছেন বলে পেন্টাগণের ইন্সপেক্টর জেনারেলের অফিসের বরাত দিয়ে জানা গেছে। প্রতিষ্ঠানটির নিয়ন্ত্রণে গোপনীয় নয়, এমন নেটওয়ার্ক তথ্যগুলো থাকলেও সামরিক প্রকল্পের সঙ্গে সংযোগ এববং আধুনিকায়ন হচ্ছে এমন প্রযুক্তির কথা থাকায় এসব তথ্যকে খুবই স্পর্শকাতর বলেই বিবেচনা করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে এ বিষয়ের বিস্তারিত বলা ঠিক হবে না, বলেন মার্কিন নৌবাহিনীর কমান্ডার বিল স্পিকস। এফবিআইয়ের সহায়তায় মার্কিন নৌবাহিনীও ঘটনাটির তদন্ত করেছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-৭ এ তিনি রাশিয়াকে ফিরে পেতে চান। ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া উপদ্বীপ দখলের পর দেশটিকে জোটটি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু ট্রাম্পবলেছেন, তিনি চান দেশটিকে আবার জোটে ফিরিয়ে আনা হোক। জি-৭ সম্মেলনের পরিসর ছোট হয়ে গেছে বলে দুঃখ করে ট্রাম্পবলেন, আপনারা পছন্দ করেন বা না করেন কিংবা এটি রাজনৈতিককভাবে সঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু আপনারা জানেন, আমাদের বিশ্ব পরিচালনা করার আছে এবং জি-৭ এ যেটি এক সময় জি-৮ ছিল, তা থেকে রাশিয়াকে বের করে দেয়া হয়েছে। তাই তাদের রাশিয়াকে আবারও ফিরতে দেওয়া উচিত। শুক্রবার থেকে কানাডার কুইবেকে শিল্পোন্নত সাতটি দেশ কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইটালি, জাপান ও জার্মানির দুইদিনব্যাপী জি-৭ সম্মেলন শুরু হচ্ছে। ট্রাম্পের বাণিজ্য শুল্ক আরোপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেদেশর মধ্যে বড় ধরনের মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। ইরান এবং জলবায়ু পরিবর্থন নিয়েও ট্রাম্পের সঙ্গে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া, রাশিয়াকে ফিরতে দেওয়ার কথা বলেও ট্রাম্প আরেকটি ইসুতে জি জি-৭এর অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছেন। ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছে ইতালি।

বিজ্ঞানভাবনার অগ্রপথিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ইছামুদ্দীন সরকার

১৯৩১ সালে গণিতে সাম্মানিত লাভ করে এমএসসি'তে কী বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা যায় সত্যেন বসুর বেশ সমস্যা হয়েছিল। অবশেষে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাথ সাহা উভয়েই এমএসসি'তে মিশ্র গণিত বিষয় নিয়ে ভর্তি হন। ১৯৫১ সালে তিনি মিশ্রগণিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করে পরবর্তীকালে গবেষণার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। তবে তাঁর কর্মসংস্থান নিয়েও কম সমস্যা হয়নি। ১৯৭১ সালের ১৬ই মার্চ কলকাতার আপার সার্কুলার রোডে স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের বদান্যতায় ও অর্থ সাহায্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সঙ্গে নিয়ে বিজ্ঞান কলেজ গড়ে তুলেছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এই বিজ্ঞান কলেজে মিশ্র গণিত ও পদার্থ বিদ্যা পড়ানোর জন্য ডাক পড়েছিল সত্যেন বসু ও তাঁর সহপাঠী মেঘনাদ সাহার।

বিজ্ঞান চর্চায় বাঙালি সন্তানদের কর্মকাণ্ড ও সৃষ্টিমূলক গবেষণায় উৎকর্ষের নজির আজকের তরুণ প্রজন্মের কাছে অজানা নয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান চেতনার আলোচনায় ইদানিং কালে যে সমস্ত বিষয় এখনকার বুদ্ধিজীবীরা তুলে ধরেন, তাতে যে নতুন ভাবনার কথা আমরা জেনে চলেছি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ বিষয়ে বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম আজকের দিনে শ্রদ্ধার সাঙ্গে স্মরণ করা যায়। বলাবাহুল্য, বিংশ শতকের শেষ দশক থেকেই বিভিন্ন বাঙালি মনীষীদের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন আরম্ভ হয়েছে। এযাবৎকাল আমরা কিছু প্রতিভাবনাদের শতবর্ষ পালনে তৎপর হয়ে কোনও ব্যক্তির শতবার্ষিকী, কারও বা ১২৫বছর আবার কারও ১৫০ বছর জন্মবার্ষিকী পালন করছি। যাঁরা এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বাঙালি বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, মেঘনাথ সাহা প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মহেন্দ্রলাল সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আলোচনার অন্ত নেই। তাঁদের জীবনী তথা কর্মসাধনা আমাদের আগামী দিনের পাথেয়-একথা অস্বীকার করা যায় না। এমনই একজন বিজ্ঞানী হলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বস্তুতপক্ষে বিজ্ঞানের গবেষণা পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে খুব বেশি পুরনো ঘটনা নয়, তবু অনেক বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়েও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভারতবর্ষের অগ্রগতি এককথায় গৌরবের বিষয় এবং এই গৌরবের জন্য যাঁদের সাধনা সবচেয়ে বেশি প্রশংসার দাবি রাখে, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁদের একজন। আমরা জানি, অধ্যাপক বসুই ১৮৯৪ সালের ১ লা জানুয়ারি কলকাতায় গোয়াবাগানে জন্মগ্রহন করেন। যদিও তাঁর পৈত্রিক বাসভূমি ছিল নদিয়ায়। তাঁর বিদ্যাশিক্ষার ইতিহাস আমাদের অজানা নয়, তা ছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা, তাঁর প্রতিষ্ঠিত -এর বহু পূর্বে স্থাপিত হয়। বাল্যকাল থেকেই তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধির স্বচ্ছতা তাঁর সহপাঠীদের

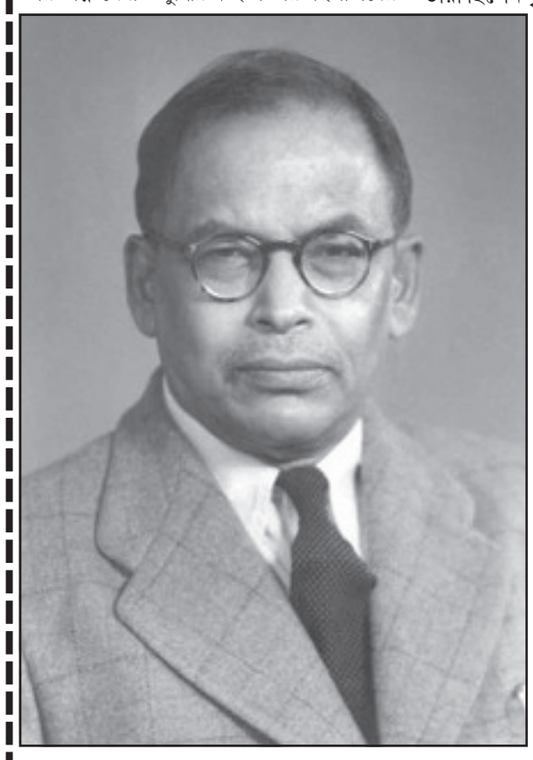

এমনকি শিক্ষকদেরও বিস্মিত করেছিল। বলা হয়, যে কোনও মানুষ যিনি তাঁর সংস্পর্শে একবার এসেছিলেন, তিনি নাকি তাঁর কথা কোনও সময় ভুলতে পারেননি। কলেজ জীবনেই তাঁর উদার রচিত্র এবং বহুমুখী প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল। পাঠ্য বিষয় ছাড়াও অনেক বিষয়ে তিনি পড়াশোনা করতেন। তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান শুধু বিজ্ঞান কিংবা গণিত শাস্ত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি দর্শন তথা সাহিত্যেও যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। কিছু জীবনীকারের আলোচনায় দেখা যায় যে, তিনি নাকি সমপরিমাণে সংস্কৃত ও ফারসি সাহিত্যেও আগ্রহী ছিলেন। তা ছাড়া এও জানা যায় যে, তিনি তাঁর কৈশোর ও যৌবন কাটিয়েছিলেন এমন একটি সময়, যখন বাংলাদেশে চিন্তার জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল এবং শাণিত বুদ্ধিধারী যুবকরা উন্মুক্ত মানসিকতা নিয়ে দেশের মানুষ তথা মাতৃভূমির সমন্বয়ী সংস্কৃতির ধারক হয়ে উঠেছিলেন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁদেঞ্জজর তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন দৃঢ় চরিত্রের মানুষ, জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল পূর্ণ। ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানদান করতে তাঁদের কেনও কুণ্ঠা ছিল না। কথিত আছে সেদিনের রাজনীতির লোকেরা কোনও সময়ই ভাবেননি যে ইংরেজী শিক্ষা কোনও অর্থে ক্ষতিকর বরং তাঁদের কাছে বিদেশি শিক্ষা ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক। সত্যেন বসু এই ভাবধারায় বড় হয়েছিলেন অথচ মাতৃভাষাকেও যথেষ্ট সম্মান দিয়ে তিনি জ্ঞান চর্চা করেছিলেন। মাতৃ ভাষায় অগণিত রচনা আমাদের বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে আজও সমানবাবে মূল্যবান। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক এইচ. এম. পার্সিভাল সাহেব একজন বিদেশি হয়েও বাঙালি ছাত্র সত্যেন বসুকে সর্বোচ্চ নম্বর দিয়েছিলেন। আবার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সমর্থকদের মধ্যে সত্যেন বসু আজও স্মরমীয়। স্কুলজীবীনে বিজ্ঞান প্রথাগত ভাবে না পড়লেও গণিত বিষয়ক শিক্ষালাভ তিনি গণিতের শিক্ষক উপেন্দ্র বক্সির কাছে পেয়েছিলেন। বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্ল রায়ের কাছে। বিএসসি'তে গণিত বিষয়ে সাম্মানিত ক্লাসে তাঁর সহপাঠী ছিলেন মেঘনাদ সাহা। অন্যদিকে পদার্থ বিদ্যালয় তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্নেহময় দত্ত, রসায়নে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং

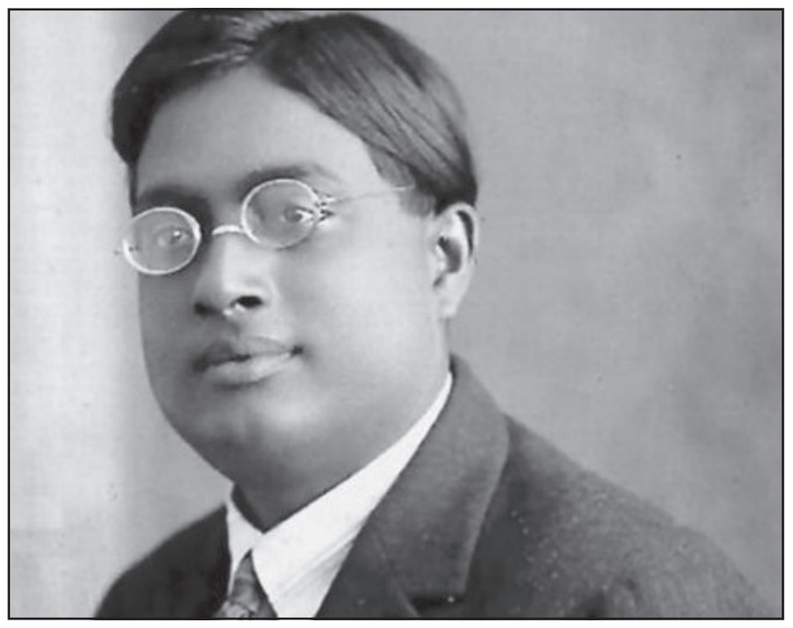

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য ছাড়াও তাঁর আকর্ষণ ছিল সঙ্গীতবিদ্যা এবং জ্ঞান জগতের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় খ্যাতিমান ব্যক্তিদের রচনা ও সাহিত্য কীর্তি। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই শুরু। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও ইংরেজি সাহিত্যে অবাধ বিচরণ ছিল। অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে তাঁর সাহিত্যচর্চা ও কৃষ্টিগত ভাবের প্রকাশ অনেকখানি ব্যাপকতা লাভ করে। এভাবেই যুবকজ্রত অন্নদাশঙ্কর রায় হতে সংগীত শিল্পী দিলীপ রায়- সবাই তাঁকে সেই ঢাকা বারোজনের আড্ডায় নিয়মিত ভাবে সাক্ষাৎ পেতেন। তাঁর বন্ধুবর দিলীপ রায়ের স্মৃতিকথায় লেখা আছে-সংস্কৃতজ্ঞদের সঙ্গে সংস্কৃত, ঐতিহাসিকদের সঙ্গে ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিকদের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব, গীতজ্ঞদের সঙ্গে সঙ্গীত, কবিদের সঙ্গে কাব্য কোনও আলোচনাতেই ও (সত্যেন্দ্রনাথ) পিছু পা হত না। এভাবেই সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর প্রতিভায় সবাইকে আকৃষ্ট করেছেন।

১৯৩১ সালে গণিতে সাম্মানিত লাভ করে এমএসসি'তে কী বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা যায় সত্যেন বসুর বেশ সমস্যা হয়েছিল। অবশেষে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাথ সাহা উভয়েই এমএসসি'তে মিশ্র গণিত বিষয় নিয়ে ভর্তি হন। ১৯৫১ সালে তিনি মিশ্রগণিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করে পরবর্তীকালে গবেষণার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। তবে তাঁর কর্মসংস্থান নিয়েও কম সমস্যা হয়নি। ১৯৭১ সালের ১৬ই মার্চ কলকাতার আপার সার্কুলার রোডে স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের বদান্যতায় ও অর্থ সাহায্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সঙ্গে নিয়ে বিজ্ঞান কলেজ গড়ে তুলেছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এই বিজ্ঞান কলেজে মিশ্র গণিত ও পদার্থ বিদ্যা পড়ানোর জন্য ডাক পড়েছিল সত্যেন বসু ও তাঁর সহপাঠী মেঘনাদ সাহার। কথিত আছে, যে সমস্ত ছাত্ররা সত্যেন বসুর কাছে ইলাসটিসিটি (স্থিতিস্থাপকতা) নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন, তাঁরা স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন এমন যে সত্যেন্দ্রনাথের পড়াশোনার পদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গবেষণা করার আগ্রহ ও উৎসাহ জাগিয়ে তুলত। বক্তৃতার আগে যে বিষয়ে তিনি পড়াবেন, তাঁর সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের আগের ক্লাসেই তিনি আগামী বক্তব্য বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জী দেখে আসতে বলতেন। (চলবে) (সৌজন্যে- দৈঃ স্টেটসম্যান)

পাঠকের কলম

এটিএম কাউন্টার ভবঘুরেদের আশ্রয়

রাজধানী আগরতলা শহরের আনাচে কানাচে প্রচুর এটিএম কাউন্টার খোলা হয়েছে। সরকারী কিংবা প্রাইভেট প্রায় সব ব্যাঙ্কেরই এটিএম কাউন্টার শহরে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অবাক করার বিষয় হচ্ছে কয়েক এটিএম কাউন্টার ছাড়া অধিখাংশ এটিএম কাউন্টারের দরজা খোলা থাকে সবসময়। যদিও প্রত্যেকটি এটিএম কাউন্টারে প্রবেশের ক্ষেত্রে দরজা খোলার জন্য এটিএম কার্ড ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু শহরের এটিএম কাউন্টার গুলির দরজা খোলার ক্ষেত্রে কোন কার্ডই ব্যবহার করতে হচ্ছে না। ইদানীং দেখা যাচ্ছে রাতে অনেক এটিএম কাউন্টারেই ভবঘুরেরা আশ্রয় নেয়। দরজা খোলা থাকার ফলে তাদের ভেতরে প্রবেশ করতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। শুধু তাই নয় ভবঘুরেরা অনেক সময় এটিএম মেশিনের বিভিন্ন অংশে ভাড়ি বস্তু দিয়ে আঘাত করে। তাতে করে মেশিনের অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। নকেন এই সব এটিএম কাউন্টার গুলির দরজা সর্বক্ষণ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করা হয়না। তাতে ক্ষতি কোথায়। মেশিন সুরক্ষিত থাকছে। তাই আমি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ রাখবো বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

-সুবীর রায়। আগরতলা

মাতালের দৌরাত্ম্য বাড়ছে অমরপুরে

দক্ষিণ জেলার অমরপুর বাজারে মদের রমরমা বাণিজ্য চলছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা হলেই মদ্যপদের ভীড় লক্ষ্য করা যায় বাজারে। মদ্যপান করে মাতাল হয়ে রাস্তায় অশালীন ভাষায় গালিগালাজও করতে থাকে। তাতে পথচারীদের মারাত্মক অসুবিধার মধ্য দিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা হলেই অমরপুর বাজারের বেশ কয়েকটি দোকানে বসে মদের আসর। বিশেষ করে ফাস্টফুটের দোকান গুলিতে। বাজারের আশেপাশে কয়েকটি বাড়িতেও মদের আসর বসে। বহিরাগত কিছু মদ্যপ প্রতিদিন এই সব বাড়িতে গিয়ে মদের আসরে সামিল হচ্ছে। গভীর রাত পর্যন্ত চলে আসর। পুলিশ এই ব্যাপারে অবহিত থাকার পরও কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। শোনা যাচ্ছে পুলিশের সঙ্গে নাকি মদ বিক্রেতাদের গোপন আঁতাত রয়েছে। পুলিশের প্রচ্ছন্ন মদতেই অমরপুরে মদ বিক্রির রমরমা। শুধুমাত্র বিলেতি মদ নয়, বিভিন্ন গ্রাম থেকে চোলাই মদও এখানে নিয়ে আসা হয়। প্রাচীন এই বাজারটি দিন দিন অপসংস্কৃতির কালিমা লিপ্ত হচ্ছে। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

-নিতাই রায়। অমরপুর।

ড্রাইভিং স্কুলগুলি টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদান করছে

রাজ্য পরিবহন দপ্তরের থেকে গাড়ি চালকদের যে লাইসেন্স প্রদান করা হয় তাতে দেখা যায় সঠিক ভাবে মূল্যায়ণ না করেই লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে । রাজ্য পরিবনে দপ্তর থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে দপ্তরের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ড্রাইভিং স্কুল থেকে কোর্স করার পর সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে লাইসেন্স দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেছে ড্রাইভিং স্কুলের প্রশিক্ষকরা ঠিকঠাকভাবে প্রশিক্ষণ না দিয়েই নগদ টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছে। আর এই সার্টিফিকেটের ভিত্তিতেই পরিবহন দপ্তরে থেকে লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে করে সঙ্কিক প্রশিক্ষণের কোনও ব্যবস্থাই থাকছে না। ফলে গাড়ি চালকরা রাস্তায় গিনয়ে নানা ধরনের দুর্ঘটনায় পড়ছে। প্রাণ যাচ্ছে বহু যাত্রী ও পথচারীর। কাজেই অনুরোধ করব যাতে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবহন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসারদের আরো সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

-গৌতম রায়, আগরতলা।

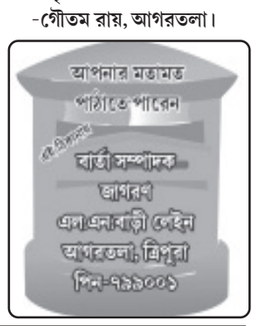

দেশ/বিদেশ/রাজ্য

জিবি হাসপাতালে সাম্মানিকের দাবিতে ইন্টার্নদের বিক্ষোভ। ছবি- নিজস্ব।

নীরবে ইংল্যান্ডে ভেগেছেন নীরব মোদী, চাইছেন 'রাজনৈতিক আশ্রয়'

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ খোঁজ মিলল নীরব মোদীর। জানা গেছে তিনি ইল্যান্ডে আছেন, সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইছেন। দাবি করছেন, তিনি 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র'-এর শিকার। ১৩ হাজার কোটি টাকার উপর ব্যাঙ্ক জালিয়াতিতে অভিযুক্ত তিনি। ব্রিটেনের হোম অফিস অবশ্য এনিয়ে কিছু বলতে চায়নি। তাদের বক্তব্য কোনও স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে তারা তথ্য দেয় না। ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছেষ তদন্তকারী সংস্থাগুলি তাদের কাছে আবেদন করলে তারা নীরবকে দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করবে। ২০১৮-র জানুয়ারিতেই ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক জানিয়েছিল, নীরব মোদী ও তারা মামা চৌক্সির সংস্থা তাদের

সঙ্গে ১৩,৪০০ কোটি টাকার প্রতারণা করেছেন। কিন্তু এ খবর প্রকাশ্যে আসার আগেই নীরব ও মেহুল দেশ ছেড়ে পালান। অবশ্য তার মাত্র কয়েকদিন আগেই নীরবকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা গিয়েছিল দাভোসের বাণিজ্য সম্মেলন। কিন্তু জালিয়াতির কথা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তাদের কোনও হদিশ পায়নি তদন্তকারীরা। এর আগে ব্যাঙ্কের ঋণ খেলাপ করে ইংল্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছেন লিকার টাইকুন বিজয় মালিয়াও। তাঁকে দেশে ফেরানোর জন্য ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে ভারত। নীরবের ক্ষেত্রে এখনও সেরকম কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।

বিদেশ মন্ত্রকের দাবি তারা তদন্তকারী অফিসারদের আবেদনের অপেক্ষায় আছেন। গত মে মাসে সিবিআই এই মামলায় ২৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছে। তারমধ্যে নাম আছে নীরব ও মেহুলেরও। জানা গিয়েছে তারপরই নিজেকে নির্দোশ দাবি করে ব্রিটেনে আশ্রয় চেয়েছেন এই প্রতারক হীরক ব্যবসায়ী।

উর্ধ্বতন অফিসারদের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনলেন হরিয়ানার আইএএস

চণ্ডীগড়, ১১ জুন ঃ উর্ধ্বতন অফিসারের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ করলেন হরিয়ানার এক মহিলা আইএএস অফিসার। তার অভিযোগ, পশুপালন বিভাগের অতিরিক্ত সচীব সুনীল গুলাটি যৌন উৎপীড়ন করেছেন তাকে।

শুধু তাই নয়, তার অভিযোগ, আম্বালা ও চণ্ডীগড়ে যেখানে যেখানে তিনি কর্মরত ছিলেন, সব জায়গায় উর্ধ্বতন অফিসাররা তার ওপর শারীরিক নির্যাতন করেছেন। ওই আইএসএসের অভিযোগ, সততার জন্য এভাবে খেসারত দিতে হচ্ছে তাকে। শুধু অফিসাররা নন, গাড়ি চালকরা পর্যন্ত তার সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছেন, যখনই তিনি গাড়িতে ওঠেন, চালকরা হস্তমৈথুন করেন। তার দাবি তিনি সৎ, দুর্নীতিতে রাজি হননি। তাই এভাবে যৌন উৎপীড়নের শিকার হচ্ছেন, কুৎসিত ইশারা করা হচ্ছে তাকে, হাজারটা চোখে সামনে উত্যক্ত করা হচ্ছে। অতিরিক্ত

সচিব সুনীল গুলাটি অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তার দাবি, তিনি শুধু এই আইএসকে কাজ শেখানোর চেষ্টা করেন, কখনও তাকে একা নিজের ঘরে ডাকেননি। বরং অভিযোগকারীণীরই অতীত ঠিক নয় বলে তার দাবি। অভিযোগকারিণী দাবি করেছেন, গুলাটি তাকে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছেন। তার ওপর যে যৌন নির্যাতন চলেছে সে ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত ওয়াকিবহাল করেছেন তিনি। এরপরেও তার সঙ্গে এমন আচরণ হয়েছে যা যৌন নির্যাতনের আওতায় পড়ে।

লোহার শাটার ভেঙ্গে তিনটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

কুলতলি, ১১ জুন ঃ রাতের অন্ধকারে লোহার শাটার ভেঙ্গে পর পর তিনটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতুলি থানার জ্বালাবেরিয়া বাজারে। এরমধ্যে একটি সোনার দোকানও রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় চার লক্ষ লক্ষ টাকার বেহি চুরি হয়েছে বলে জানা গেছে। রাতে সিভিক ভলেন্টিয়াররা এই বাজারে পাহারা দিলেও কি করে একের পর এক দোকানে এই চুরির ঘটনা ঘটলো তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। প্রতিদিনের মতোই সোমবার সকালে দোকান খুলতে এসে হতবাক হয়ে যান কুলতলী থানার অন্তর্গত জ্বালাবেড়িয়া বাজারের ব্যবসায়ীরা। তারা লক্ষ্য করেন একটি সোনা দোকান, একটি মুদি দোকান ও একটি পিঁয়াজের গুদামের শাঠার ভাঙা এবং তালা গুলি অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে খুলেছে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় জ্বালাবেড়িয়া বাজার চত্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কুলতলী থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান গতকাল রাতে ঝড় বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। এই স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা সোনা ও রূপার গহনা ও নগদ সহ মোট ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মুদি দোকানের প্রায় ১ লক্ষ টাকা ও পিঁয়াজ গুদাবের ৪৫ হাজার টাকার মতো নগদ দিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা।

ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল অসম

গুয়াহাটি, ১১ জুন ঃ মাটি দুলে উঠল। ফের একবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল অসম ও সংলগ্ন এলাকা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পেরর মাত্রা ছিল ৫.১। মাঝারি মাত্রার এই কম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনওখবর এখনও মেলেনি। স্থানীয় সিসমোলজিক্যাল সেন্টার জানাচ্ছে কম্পনের উৎসস্থল চিড় নওগাঁও জেলার ধিং এলাকা থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে। উত্তরে ২৬.২ ডিগ্রি ও ৯২.৫ ডিগ্রি দ্রাঘিমারেখার ওপরে অবস্থিত এই উৎসস্থন। এবছরেই জানুয়ারির শুরুর দিকে, মৃদু একটি ভূমিকম্পের কেঁপে ওঠে অসম, যার কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম সীমান্তের ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে।

সেদিন সকাল সোয়া ৭ টার দিকে অসমের বিভিন্ন এলাকায় ভূকম্পন অনুভূত হয়। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫ সেকেন্ড স্থায়ী কম্পন অনুভূত হয় আসাম সহ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। তবে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে ভূকম্পন পর্যপেক্ষণ সংস্থা ইউএসজিএস জানায়, ভূমিকম্পেরর কেন্দ্র ছিল আসামের গৌরীপুরে ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। এর মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৪ দশমিক ৬। গৌরীপুর কুড়িগ্রম সীমান্তের ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে, কুড়িগ্রাম জেলা সদর থেকে স্থানটির দূরত্ব ৭৭ কিলোমিটার।

জম্মু-কাশ্মীরে পাকিস্তানের গুলিতে মরছে জওয়ান সাংহাইতে পাক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মোদির করমর্দন

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে যতই শৈত্য এবং সীমান্তে উত্তেজনা থাকুক না কেন, সাংহাই কো অপারেশন সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মামনুন হুসেনের সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাংবাদিক বৈঠকের পরেই তাঁরা শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ২০১৬ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের উরির সেনা ছাউনিতে জঙ্গি হামলার পর থেকেই ভারত-পাক কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। গত বছরের এপ্রিলে পাকিস্তানের সামরিক আদালত কুলভূষণ

যাদবকে চর সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়ার পর দুদেশের সম্পর্কের আরও অবনতি হয়েছে। উরি হামলার পর ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হতে চলা ১৯-তম সার্ক সম্মেলন বয়কট করে ভারত। বাংলাদেশ, ভুটান ও আফগানিস্তানও এই সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকার করে। ফলে সার্ক সম্মেলন বাতিল হয়ে যায়। এরপর জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তেপাকিস্তানের তরফ থেকে নিয়মিত অস্ত্রবিরতি চুক্তি লঙঘন চলছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগ করে আসছে ভারত। এই পরিস্থিতিতে দুই রাষ্ট্রপ্রধান হাত মেলালেও তাঁদের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে না বলেই জানা গিয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরে যারা পাথর ছুঁড়ছে তাদের গুলি করা উচিত দাবি বিজেপি সাংসদের

শ্রীনগর, ১১ জুন ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে যারা পাথর ছোঁড়ে, তাদের গুলি করে মারা উচিত। এমনই দাবি করলেন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও বিজেপি-র রাজ্যসভার সাংসদ ড. ভি পি ভ্যাটস। তিনি বলেছেন, 'আমি পাথর ছোঁড়া যুবকদের উপর থেকে মামলা তুলে নেওয়ার খবর পড়েছি। তবে আমার মনে হয়, যারা পাথর ছোঁড়ে তাদের গুলি করে মারা উচিত'। এ মাসের ৭ তারিখ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ জম্মু ও কাশ্মীর সফরে গিয়ে ঘোষণা করেন, পাথর ছোঁড়ার দায়ের যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, সেই সব মামলা প্রত্যাহার করা হবে। এ বিষয়ে তিনি আরও বলেন, 'আমি যখন দিল্লিতে ছিলাম, আফশান আশিকের (কাশ্মীরের মহিলা ফুটবলার) সঙ্গে দেখা হয়। ও আমাকে বলে, আগে পাথর ছোঁড়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। শিশুদের সহজেই বিপথে চালিত করা হয়। কিন্তু আমরা সত্যিটা জানি। সেই কারণেই তাদের বিরুদ্ধে পাথর ছোঁড়ার সব মামলা তুলে নিয়েছি।' ভ্যাটস বুঝিয়ে দিয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে তিনি ক্ষুব্ধ।

লালুর জন্মদিনে রাহুল গান্ধীর শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডির নেতা লালুপ্রসাদ যাদবের জন্মদিনে তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। সোমবার ৭১ পা দিলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আর জে ডি নেতা লালু প্রসাদ যাদব। সেই উপলক্ষ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ট্যুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লেখেন, শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে লালুপ্রসাদজিকে শুভেচ্ছা জানাই। তার সুস্বাস্থ্য, সাফল্য এবং আনন্দ কামনা করি। প্রসঙ্গত, আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন তার আগে বিহারে বিজেপি বিরোধী আন্দোলনে আরজেডি কংগ্রেস জোটকে আরও শক্তিশালী করতে তৎপর কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। অন্যদিকে, এদিন লালু প্রসাদ যাদবের জন্মদিনে উপলক্ষ্যে বিহারের রাজধানী পাটনায় আরজেডির দলীয় কার্যালয়ে সুবিশাল কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করেন রাবড়ি দেবী। নিজে হাতে কেক কেটে তার দুই ছেলে তেজপ্রতা ও তেজস্বী যাদবকে কেক খাওয়ালেন রাবরী দেবী।

মোদী আড়াই লক্ষ কোটি টাকা ঋণ শিল্পপতিদের মুকুব করেছে দাবি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ নরেন্দ্র মোদী সরকার কৃষকদের স্বার্থ উপেক্ষা করেছে, কিন্তু প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মুকুব করে সাহায্য করেছে শিল্পপতিদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে। অভিযোগ করলেন রাহুল গান্ধী। কংগ্রেসের অন্যান্য পশ্চাতপদ সম্প্রদায় (ওবিসি) শাখার কর্মীদের সভায় রাহুল দাবি করেন, যারা আড়ালে থেকে কাজ করেন, তারা কখনও উপকৃত হন না, তাদের পরিশ্রমের ফসল ভোগ করে অন্যরা। দক্ষ লোকজনেরা পুরস্কার নেই ভারতে। কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম করেন, কিন্তু মোদীজির অফিসে তাদের দেখা মিলবে না। কংগ্রেস সভাপতি বলেন, ১৫ জন শিল্পপতিকে আড়াই লক্ষ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কৃষকরা কিছুই পায়নি। ঋণ মুকুব হয়েছে ১৫

জনের, কিন্তু যে কৃষক আত্মহত্যা করেই যাচ্ছে, তার শিশু সন্তানরা কেঁদেই চলছে। ব্যাঙ্কগুলির অনুৎপাদক সম্পদ বেড়ে হাজার কোটি টাকা ছুয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। ভারতে স্কিল বা দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে, সরকারের এই অবস্থানকেও চ্যালেঞ্জ করে রাহুল বলেন, এটা ঠিক নয়, কর্তাব্যক্তিরা বিষয়টা বুঝতে ব্যর্থ।

ড্যাব ড্যাব করে দেখলে বিপদ! আইনে রয়েছে বড় সাজা

নয়াদিল্লি ১১ জুন ঃ সুন্দরী, স্মার্ট মেয়েদের দেখে এক শ্রেণির পুরুষ তাদের চোখের সদ্ব্যবহার করবেন না, এটা কিছুতেই হতে পারে না। আপনি কোনও মহিলার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে বেশ কিছুক্ষণ কি তাকিয়ে থাকেন? কিংবা মেয়েদের ওড়না বা শাড়ির আঁচলে টান মারেন? এইসব যদি নাও করেন, মনে এরকম ইচ্ছে কি মাঝেমধ্যে উঁকি মার? খবরদার করবেন না যেন। সোজা যেতে হবে শ্রীঘরে। নির্যাতিতা মহিলা থানায় গেলে, প্রথমে অবশ্য আপনি থানা থেকেই জামিন পেয়ে যাবেন অপরাধটি জামিনযোগ্য হওয়ায়। কিন্তু দোষ প্রমান হলে আর রক্ষে নেই। সোজা যেতে হবে শ্রীঘরে। থাকতে হবে গারদের ওপারে। সুন্দরী, স্মার্ট মেয়েদের দেখে এক শ্রেণির পুরুষ তাদের একজোড়া চোখের সদ্ব্যবহার করবেন না, এটা কিছুতেই হতে পারে না। ফলে বাসে, ট্রেনে, পথেঘাটে অথবা পার্কে, বারবার দেখেও চোখের খিদে না মিটলে কিন্তু ঘোর বিপদ নেমে আসবে আপনার জীবনে। এক-আধবার তাকিয়েই তাই লোভকে নিয়ন্ত্রনে রাখুন। আর না করতে পারলে জেনে নি আইনজীবী কী বলছেন। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী অর্ক কুমার নাগ বলেন, দীর্ঘক্ষণ কোনও মহিলার দিকে একজন পুরুষের তাকিয়ে থাকাটাও আইনত অপরাধ। তাকিয়ে থাকর জন্য ৬ মাসের জেল হতে পারে। এছাড়া মহিলাদের পোশাক ধরে টানা বা খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩ বছর এবং সর্বোচ্চ ৭ বছর সাজা হতে পারে। তাই মনের মধ্যে কু-চিন্তা থাকলে ঝেড়ে ফেলুন। না হলে কপালে খুব দুঃখ রয়েছে।

CANCELLATION OF TENDER

Ref : i) Press NIT No 04/EE/SBM/DIV/2018-19 dated 25/05/2018 Memo No F 9 (5)/EE/PWD/SBM/DIV/1236-98 dated 25/05/2018

ii) Press NIT No 05/EE/SBM/DIV/2018-19 dated 28/05/2018 Memo No F 9 (5)/EE/PWD/SBM/DIV/1301-63 dated 28/05/2018

Due to some unavoidable circumstances the Press notice inviting Tender No 04/EE/SBM/DIV/2018-19 dated 25/05/2018 & NO 05/EE/SBM/DIV/2018-19 dated 28/05/2018 are here by cancelled.

Sd/-Illegible
(Er T.K. Tripura)
Executive Engineer
Sabroom Division (R&B)
Sabroom, South Tripura

Please visit : www.tripuratoday.com
www.triuprainfo.com
www.indigenous.herald.com
www.neindia.com
www.tripurachronicle.in
ICA/C-662/18

CORRIGENDUM

Pl refer to the NiT vide No 5 (141)-Agri (Stat)/2018-19/451-68 dated 04.06.2018 regarding slection of Impleting Agency (IA) for implementation of Pradhan Mantri Bima Yojna (PMFBY) in Tripura during Khariff 2018"

2. Bid/Tender docuement will be avilable on the website www.agri.tripura.gov.in and www.tripurainfo.com instead of ww.tenders.gov.in for download.

3. All other terms and conditions of the NIT shall remain unchanged.

On and behalf of the Governor of Tripura
Sd/-dated 2018
(Dr D.P. Sarkar)
Director of Agriculture
Tripura

ICA/C-659/18

প্রয়াত তামিল লেখক সৌবা বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর

মাদুরাই, ১১ জুন ঃ প্রয়াত হলেন প্রখ্যাত তামিল লেখক সৌন্দরাপান্ডিয়ান ওরফে সৌবা। শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে রবিবার গভীর রাতে মাদুরাইয়ের গর্ভমেন্ট রাজাজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে প্রখ্যাত তামিল লেখকের বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। লেখক হিসেবে খ্যাতির পাশা পাশি সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছিলেন সৌবা।

নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্ত্তির প্রক্রিয়া শুরু। সোমবার এমবিবি কলেজ থেকে তোলা নিজস্ব চিত্র।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

আপনার দৃষ্টিশক্তির উন্নতি করতে পারে যেসব অ্যাপ

স্মার্টফোন ব্যবহার করতে করতে এখন আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে যে জীবন যাপনের সব সুবিধাই চলে আসছে হাতের মুঠোয়, অ্যাপ হিসেবে। এভাবে যে আমাদের চোখেরবারটা বাজছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই কারো। কিন্তু এ স্মার্টফোন অ্যাপের মাধ্যমেই যদি দৃষ্টিশক্তির উন্নতি করা যায় তবে কেমন হয়? দেখে নিন সেসব অ্যাপ।

আলটিম আইস--- এবছরের শুরুতে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষরা তৈরি করেন এই অ্যাপ। এক্ষেত্রে তারা মস্তিষ্কের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিউরোপ্লাস্টিসিটি কাজে লাগান। মূলত দেখা যায় মস্তিষ্কের একটি বিশেষ কোষগুলোর মাঝে সংযোগ দৃঢ় করতে পারলে তারা নিজেদের কাজে ভালা হয়ে ওঠে। দৃষ্টিশক্তির সাথে সম্পর্কিত কোষগুলোর জন্যও এটি'রযোজ্য। এই অ্যাপে একটি ধূসর বাকগ্রাউন্ডের ওপরে কিছু ঝাপসা লাইন থাকে যাকে বলা হয় গেবর পেচ। এই প্যাটার্ন প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আপনার দৃষ্টিশক্তি বালো হয়েওঠে।

গ্লাসেস অফ — এতেও ব্যবহৃত হয় গেবর পেচ কিন্তু এখানে বলা হয় যে বর্তমানে যারা চশমা ব্যবহার করছেন, এই অ্যাপ ব্যবহারের ফলে তাদের চশমা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে। যদ্যি প্রেস বায়োপিয়া ধরনের জটিলতা এই অ্যাপের মাধ্যমে কমার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু আপনার মস্তিস্কের তথ্য প্রক্রিয়াকরমের ক্ষমতা তা অবশ্যই বাড়াতে পারে। এসব অ্যাপ ব্যবহারে মস্তিষ্ক ঠিক কি ঘটে, এবং এদের প্রভাব কতা দীর্ঘমেয়াদি তা যদিও এখনো গবেষকদের জানা নেই, তবে এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা উপকার পাচ্ছেন এবং তা যথেষ্ট বালো সংবাদ।

নবজাতকের নাভি নিয়ে ভুল ধারণা

এখনো আমাদের মাঝে নবজাতকের নাভি নিয়ে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। আসুন এ সম্পর্কে জেনে নিই। তিনদিনের নবজাতক শিশুর নাম রাখা হয়ে গেছে। বাচ্চার মা বাবার সঙ্গে দুজনই এসেছে বাচ্চার সমস্যাগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানাতে। বাড়িতে প্রসব। নাভিতে লাগানো হয়েছে সরষের তেল। ধারণা, এতে নাভি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। নবজাতকের নাভি শুকানোর জন্য অঞ্চলভেদে অনেকরচলিত ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়া হয়। এগুলোর মধ্যে রসুনফোলা ওগরম তেল। কোথাও কোথাও নাভিতে লাগানা হয় সিঁদুর, মায়ের গলানো দুধ, কোনোখানে পাতাবাটা রস, পুরাকালে গোবর লাগানোর মত দৃশ্যও চোখে পড়ে। নবজাতকের নাভির যত্নে এ রকম বহু াপচিকিৎসার নজির একনো মেলে। ফলে নবজাতকের নাভিতে সংক্রমণ, গর্ভাবস্থায় মা ধনুষ্ঠংকার প্রতিরোধী টিকা না নিয়ে থাকলে টিটেনাস বা সেপসিসের মতো অসুখে আক্রান্ত হয়ে শিশুর মৃত্যুও হতে পারে। নবজাতকের নাভির সঠিক যত্ন শিশু বূমিষ্ঠ হওয়ার পর নাড়িহচ্ছে শিসুতে ইনফেকশন হওয়ার প্রধান মাধ্যম। সে কারণে নবজাতকের নাভির সঠিক যত্ন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক যত্ন পরিচ্ছন্ন প্রসব ও পরিচ্ছন্ন নাড়ি এ দুটোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে।

যা কিছু জরুরি— প্রত্যেক প্রসবে ডেলিভারি কিট ববহার করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই বা ধাত্রীর হাত দুটো যেন সাবান ও পরিষ্কার জলে ভালোভাবে পরিচ্ছন্ন থাকে। প্রসূতির জরায়মুখও একইভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা চাই। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থান যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। নাড়ি কাটার রেজর ব্লেড, গজ সুতা যেন জীবাণুমুক্ত থাকে। প্রসব করানোর পর ধাত্রী হাত দুটো ভালোভাবে সাবান জলে ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাতে নাড়ি কাটবেন। নাড়ি কাটার পর তাতে কোনো ড্রেসিং, ব্যান্ডেজ, বা অ্যান্টিসেপটিক কিছুই লাগানোর প্রয়োজন নেই। নাড়ি সুকনো রাখুন। পরিস্কার ও খোলা থাক। নবজাতক শিশুকে জীবাণুমুক্ত পোশাক পরানো হোক। কদিনের মধ্যে নাড়ি আপনা আপনি সুকিয়ে যাবে। নাভিতে ইনফেকশনের যথাযথ চিকিৎসা যদি নাভি থেকে পুজ বেরোয়, যদি নাভির চারপাশের অংশ লাল হয়ে যায়, তবে তা নাভির সংক্রমণ বলে বিবচেনা করা হয় এবং অনতিবিলম্বে অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে চিকিৎসা শুরু করা যায়। যেমন --- অ্যামোক্সিসিলিন ১৫ মিলিগ্রাম কেজি প্রতি আট ঘন্টা অন্তর বাড়িতে পাঁচ দিনের জন্য। পুজের স্থান সাবান জলে ধুয়ে পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত গজ দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। পরে নাভির সংক্রমণের স্থান অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে পেইন্ট রে দিতে হবে। এ কাজে জেনসিয়েন ভায়োলেট, পডিডোন আয়োডিন বা ক্লোর হেক্সিডিন ব্যবহার করা যায়। যদি নাভির সংক্রমণ থেকে পুঁজ বেরোয় বা লাল অংশ নাভির চারপাশে ত্বকে ছড়িয়ে থাকে তবে ইনফেকশন জেনটামাইসি ও ফ্লুকুক্সাসিলিন প্রতি ছয় থেকে আট ঘন্টা, অন্তর, শিশুর বয়সভেদ প্রয়োগ করা যায়। নবজাতককে যদি নিস্তেজ দেখায়, সে দুধ চুষে খাওয়া বন্ধ করে দেয়, সঠিকভাবে না তাকায়, জেগে উঠছে না, বা শ্বাস প্রশ্বাসে অসুভিধা হচ্ছে, তাহলে মনে করতে হবে, এ হল নবজাতকের গুরুতর ইনফেকশন। তখন শিশুকে তড়িৎ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, যাতে ইনজেকশনের সাহায্যে সম্পূর্ণ চিকিৎসা দেয়া যায়।

যে কারণে অস্বাস্থ্যকর খাবার খেতে মন চায়

অস্বাস্থ্যকর খাবারে প্রতি আগ্রহটা যদি একটু বেশিই হয় তবে এর দায়ভার পড়বে আপনার মস্তিষ্কে উপর। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত ক্যালিরিযুক্ত খাবারের প্রতি মস্তিষ্কের আকর্ষণ রয়েছ। এ কারণেই অস্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি আমাদের ঝুঁকি বাড়ে। খাদ্য বিশেষজ্ঞ জানা গেছে, অস্বাস্থ্যকর খাবার ভালো লাগার দুটি কারণ তুলে ধরেছেন। প্রথমত খাবারের স্বাদ, গন্ধ এবং মুখের মধ্যে এর অনুভূতি। একটি খাবার মুখের মধ্যে বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টির বিষয়টিকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় অরোসেনসেশন আর এটাই অস্বাস্থ্যকর খাবার বা জাঙ্ক ফুডের প্রতি অদম্য আগ্রহের সবচাইতে গুরত্বপূর্ণ কারণ। দ্বিতীয়ত কাবারটি তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণ। কমবেশি খাবারই মূলত আমিষ, চর্বি ও কার্বোহাইড্রেটের মিশণ। তবে জাঙ্ক ফুডের ক্ষেত্রে আদর্শ মিশ্রণ হল লবণ, চিনি ও চর্বি। এই মিশ্রণ আমাদের মস্তিষ্কে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, ফলে এ ধরনের খাবারের প্রতি ভালোলাগা বাড়তে থাকে। তাই স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি ভালোলাগা গড়ে তোলা খুব একটা সহজ কাজ নয়। তবে এই দুঃসাধ্য সাধনের কয়েকটি উপায়া জানা গেছে। চোখের আড়াল তো মনের আড়াল। অস্বাস্থ্যকর খাবার যাতে চোখের সামনে না পড়ে সে বিষয়ে যত্নবান হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাই রান্নাঘরে কিংবা ফ্রিজের সামনের অংশেস্বাস্থ্যকর খাবার রাখার অভ্যাস করতে হবে। ফলে স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি ক্রমেই আগ্রহ তৈরি হতে পারে। রেস্তোরার মুখরোচক কিন্তু অস্বাস্থ্যকর খাবারের ছবি চোখে পড়ে এড়াতে রেস্তোরার পেইজগুলোকে আনফলো দিয়ে রাখতে পারেন। জানা গেছে যেসব খাবারে পাচ বা ততোধিক উপাদান থাকে সেসব খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। এড়িয়ে চলতে হবে প্রক্রিয়াজাত খাবার। কারণ এগুলোও অস্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ায়।

২১ দিনের নিয়ম--- একটি অভ্যাস গড়তে বা ভাঙতে চাই মাত্র ২১ দিনের অধ্যবসায়। তাই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। আর ২১ দিন শুধুই স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে। সফল হতে পারলে অস্বাস্থ্যকর খাবার এড়াতে কষ্ট কম হবে, গড়ে উঠবে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস। খাবারের বন্টন--- যেসব খাবারের জন্য মন আকুলি বি কুলি করছে তার সবগুলোই একদিনে খেয়ে ফেললে চলবে না। ক্যালোরিতে টুইটুম্বর প্রিয় খাবারগুলো অল্প পরিমাণে খেতে হবে এবং ছোট কামড়ে। খাওয়ার মাঝখানে জাঙ্ক ফুড — চকলেট কে না ভালোবাসে? তবে খিদা পেটে চকলেট খেলে মস্তিষ্ক একে পুরোদস্তুর খাবার মনে করবে এবং খাওয়ার পরিমাণও বেশি হবে।

তবে যে কোনো বেলার খাবারের মাঝে একটুকরো চকলেট খেলে খাওয়ার পরিমাণও কম হবে, আগ্রহও কমবে। টিভি দেখার সময় খাওয়া চলবে না--- অবচেতন মনে বা অন্যমনস্কভাবে খেলে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি খাওয়া হয়। এর আদর্শ উদাহরণ টেলিভিশন দেখতে দেখতে খাওয়া। ফলে স্বাস্থ্যকর খাবারও ওজন বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ভরা পেটে বাজারেযাওয়— পেট ভরা অবস্থায় বাজারে গেলে স্বাস্থ্যকর খাবার কেনার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ফলে জাঙ্ক ফুড খাওয়ার পরিমাণকমে।

নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক

ডা. সত্যজিৎ চক্রবর্তী

এই ভাইরাসের দ্বারা যারা যারা আক্রান্ত হয়েছিল প্রায় সবাই মারা গেছে। রোগটা ভয়ঙ্কর। ব্রেনকে নষ্ট করে দেয় এবং মহামারি হতে পারে এই রোগে। এবারে কেরলের রাজ্য চাঙ্গারথু আর পেয়ামাতায় প্রায় ২০ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কোন টিকা এখনো বের হয়নি এবং একে রোধ করার উপায়ও এখনো ভাল করে জানা যায়নি। ইনফ্লুয়েঞ্জার মত সমস্যা হয়, মাথা ব্যথা, জ্বর, শরীরে ব্যথা এবং বমি হতে পারে। শ্বাসকষ্ট হতে পারে, এনকেফেলাইটিস বা ব্রেনে ইনফেকশন হতে পারে। খিঁচুনি হতে পারে। রোগ থেকে রক্ষা পেলেও রোগীদের মানসিক সমস্যা থাকে, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়। শিলিগুড়িতে ২০০১ সাল এবং পশ্চিমবঙ্গে ২০০৭ সালে এই রোগের আক্রমণ দেখা গিয়েছিল। কঙ্গোর মহাদেশ যথা ইবোলা ভাইরাস এর আক্রমণ হতে পারে ভেবে সন্ত্রস্ত, তখন আমরা ভারতীয়রা নিপা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত। লোকজনের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, দ্রুত শহরে লোকবসতি বাড়ছে, আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, মানুষের চলাফেরা বেড়েছে --- এসব থেকে রোগীর সংখ্যাও বেড়ে যেতে পারে। রোগটি হতে সাধারণত ৫-২৪ দিন সময় লাগে। নিপা ভাইরাস থেকে রোগটি হয়। এই নিপা থেকে ইনফেকশন হলে জ্বর, শ্বাসকষ্ট, কনফিউশন থেকে এনকেফেলাইটিস পর্যন্ত হতে পারে। মানুষ অজ্ঞান হয়ে থাকতে পারে ১ থেকে ২ দিন পর্যন্ত। নিভ বা নিপা ভাইরাসের রোগটি অসুস্থ বাদুড়ের শ্লেষ্মা বা তার কামড়ে ফলটল খেলে, বা অসুস্থ শকূর বা অসুস্থ মানুষ থেকেও সুস্থ মানুষে ছড়াতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষদের বাঁচানো যায় না। যারা বাঁচে তারা

মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হতে পারে বা ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন আসতে পারে।

এই নিপা ভাইরাসটি প্যারামিক্সো ভাইরিডি পরিবারের এবং হেনিকা ভাইরাস জেনাসের অন্তর্ভুক্ত। নামটা এসেছে মালয়েশিয়ার একটি গ্রাম, সুঙ্গটে নিপা থেকে, কারণ এই রোগে প্রচুর সংখ্যক শূকর পালকরা এই আক্রান্ত হয়েছিল। মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে ১৯৯০ সালে এই নিপা ভাইরাস আলাদা করা হয়েছিল। যেহেতু এই ভাইরাসটি হেন্ড্রা ভাইরাসের সাথে যুক্ত, তাই বাদুড়দের আলাদা করে দেখা এবং পরীক্ষা করা হয়েছিল। এছাড়া জেনাসের যে ফ্লাইং ফক্স নামে বাদুড় আছে তাদেরকে ধরে হয়েছিল যে তাদের মধ্যে নিপা ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করে।

১৯৯৯ সালে যখন ভাইরাসটি রোগ ছড়িয়েছিল শূকরের মধ্যে তখন ভাবা হয়েছিল এটা খুব সাধারণ রোগ, কিন্তু যখন ৩০০'র মত লোক অসুস্থ হয়েছিল এবং ১০০ জনের মতো মারা গেছিল তখন ভাবা হয়েছে যে রোগটি সাধারণ নয়। তখন প্রায় দশ লক্ষ শূকর মেরে ফেলা হয়েছিল।

২০০১ সালে বাংলাদেশে বহু লোক এই নিপা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছিল। একই বছরে শিলিগুড়িতে এই রোগ পাওয়া গিয়েছিল। মানুষ থেকে মানুষে রোগটা ছড়াতে পারে। ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে এই রোগ দেখা গেছে বেশ কয়েকবার। রোগটা ছড়ায় যখন অসুস্থ বাদুড়ের সাথে, অসুস্থ শূকরের সাথে বা অসুস্থ মানুষের সাথে ছোঁয়াছুয়ি হয়। যেসব মানুষের জন্য রোগটি হয় তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও রোগটা হতে পারে। মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের রোগটা ছড়ায় নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত শূকর থেকে।

বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে কাঁচা তালের রস খেলে অথবা অসুস্থ বাদুড়ের সংস্পর্শে এলে রোগটা ছড়ায়। তাছাড়া মানুষ থেকে মানুষেও রোগটা ছড়ায়।

রোগটা ধরা --- ভাইরাস আইসোনেশন এবং পিটি পি সি আর ফলে গলা থেকে, নাকের থেকে, কিংবা মেরুদন্ডের সিএসএফ থেকে। পেচ্ছাব এবং রক্ত প্রথমেই দেখে নেওয়া হয়। এন্টিবডি ডিটেক্শন করা হয় পরবর্তী সময়ে।

চিকিৎসা — সাকোটিভ কেয়ার ছাড়া আর কোন চিকিৎসা নেই। ব্যারিয়ার নার্সিং টেক্নিক নিলে এক রোগী থেকে সুস্থ মানুষে ছড়াবে। কিন্তু এখনো মানুষের জন্য তার কার্যকারিতা প্রমাণ হয়নি।

প্রতিরোধ করা — একমাত্র এই পদ্ধতিতেই আমরা আমাদের মানুষজনকে বাঁচাতে পারি। অসুস্থ শূকর বা বাদুড়ের কাছে না যায়। একটা ভ্যাকসিন বেরিয়েছে প্রোটিন থেকে, অস্ট্রেলিয়াতে হয়ত তা ভবিষ্যতে মানুষকে রক্ষা করতে পারবে।

গলা ব্যথার যন্ত্রণা থেকে দূরে থাকুন

অনেকেরই ঠান্ডা লাগার প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে গলা ব্যথা। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রভাব পড়ে ভোকাল কর্ডের ওপর, যা কখনো কখনো বেশ ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গলা ব্যথা খুব বেশি হলে অবশ্যই চিকিৎসার কাছে যেতে হবে। তবে প্রাথমিকভাবে ব্যথা দূর করতে ঘরে বসে করতে পারেন কিছু কাজ। জানা গেছে, ঘরে বসে গলা ব্যথা রোধের কিছু পরামর্শ।

অ্যান্টি ইনফ্লামেটারি --- ওষুধগুলো ব্যথা দূর করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর চিকিৎসা হলো নন স্টেরোয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটোরি ওষুধ। যেমন--- এডভিল বা এলভি। এসব ওষুধ প্রদাহরোধে সাহায্য করে বলে জানান ব্রিগহাম জেফারি লিন্ডার। তিনি বলেন, এটি জ্বরের চিকিৎসায়ও ভালো কাজ করে। তবে যে কোনো ওষুধ খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। লবণ জলের গারগেল --- বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, কুসুম গরম জলের মধ্যে লবণ মিশিয়ে গারগল করলে সেটি গলার ফোলাভাব কমায় এবং শ্লেষ্মা দূর করতে সাহায্য করে। ব্যাকটেরিয়ার রোধেও এই পদ্ধতি কার্যকর। চিকিৎসকরা সাধারণত এক কাপ জলে আধা চা চামচ লবণ দিয়ে গারগল করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যদি গারগলের নোনাভাব আপনার ভালো না লাগে তাহলে লবণ জলের মধ্যে হালকা মধু মিশিয়ে গারগল করতে পারেন। চিকিৎসকরা সাধারণত এক কাপ জলে আধা চা চামচ লবণ দিয়ে গারগল করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যদি গারগলের নোনাভাব আপনার ভালো না লাগে তাহলে লবণ জলের মধ্যে হালকা মধু মিশিয়ে গারগল করতে পারেন। চিকিৎসকরা সাধারণত এক কাপ জলে আধা চা চামচ লবণ দিয়ে গারগল করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যদি গারগলের নোনাভাব আপনার ভালো না লাগে তাহলে লবণ জলের মধ্যে হালকা মধু মিশিয়ে গারগল করতে পারেন। চিকিৎসকরা সাধারণত এক কাপ জলে আধা চা চামচ লবণ দিয়ে গারগল করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। যদি গারগলের নোনাভাব আপনার ভালো না লাগে তাহলে লবণ জলের মধ্যে হালকা মধু মিশিয়ে গারগল করতে পারেন। লজেন্স --- লজেন্স গলায় ভেজাভাব বজায় রাখে। চিকিৎসক লিন্ডার জানিয়েছেন, যেসব লজেন্সে ম্যানথল অথবা ইকেলিপটাস রয়েছে সে ধরনের চকলেট গলা ভিজিয়ে রাখবে।

কফ সিরাপ --- আপনার কফ না থাকলেও কফ সিরাপ খেতে পারেন। এটি অস্থায়ীভাবে ব্যথা দূর করতে সাহায্য করবে। তবে বরাবরের মতোই যে কোনো ওষুধ সেবনের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। জল খান--- যখন আপনি গলার প্রদাহে ভুগছেন, তখন হাইড্রেট থাকা প্রয়োজন।

তাই এ সময়টায় প্রচুর জল পান করুন। জল অন্যান্য ঠান্ডাজনিত উপসর্গের বিরুদ্ধেও কাজ করে। চা পান হারবাল চা গলা ব্যথার দূর করার জন্য খুব ভালো। এচাড়া গ্রিন টি, ব্ল্যাক টি এগুলোও পান করতে পারেন। এসব চায়ে রয়েছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা রোগ প্রতিরোধ করে এবং সংক্রমণ দূর করতে সাহায্য করে। মুরগির স্যুপ--- ঠান্ডা দূর করার জন্য মুরগির স্যুপ বেশ উপকারী। এর মধ্যে যেসব উপাদান রয়েছে সেটি প্রদাহ দূর করতে সাহায্য করে এবং ভালো অনুভূতি তৈরি করে। মুরগির স্যুপ দেহের পুষ্টি জোগায় এবং রোগ প্রতিরোধে কাজ করে। বিশ্রাম এটি দ্রুত সমাধান দেবে না, তবে আরাম দেবে। গলা ব্যথা করলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন, গলাকেও বিশ্রাম দিন। চিকিৎসক জানিয়েছেন, বিশ্রাম নিলে আপনার শসীর সংক্রমণের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি পায়।

তাই একটি ভালো সূচনার জন্য বিশ্রাম নেয়া জরুরি। অ্যান্টিবায়োটিক ১০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়র কারণে গলা ব্যথা হয়। যদি পরীক্ষা করে বোঝা যায়, ব্যাকটেরিয়ার কারণে গলা ব্যথা হচ্ছে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে পারেন। তবে ভাইরাসজনিত কারণে গলা ব্যথা হলে অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কাজ করবে না। ওষুধ খেলে ভালো ফলাফলের জন্য অবশ্যই কোর্স পূর্ণ করতে হবে।

দেশ/বিদেশ

শিশু বদলের অভিযোগে চাঞ্চল্য রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে

রায়গঞ্জ, ১১ জুন।। সদ্যজাত শিশু বদলের অভিযোগ উঠল রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে হাসপাতল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে রোগীর পরিবার। শিশু বদলের ঘটনয়া ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে. ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। হাসপাতালের রেজিস্টারে নাম বিভ্রাটের কারণেই শিশু বদলের ঘটনা হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের । শিশুর কাকা আনসার আলির অভিযোগ, গত বুধবার তার বৌদি সাবানা খাতুন পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। রবিবার সকালে ওই শিশুর শ্বাসকষ্ট হওয়ায় তাকে ভর্তি করা হয় এসএনসিইউ বিভাগে। এরপর বিকালে হাসপাতালে কর্তৃপক্ষ জানায়, শিশুটি মারা গিয়েছে। এরপর সাবান খাতুনের পরিবার মৃত শিশুটিকে দেখতে চাইলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তা দেখাতে পারেনি। এরপরই রায়গঞ্জ থানার দ্বারস্থ হয় স াবানা খাতুনের দেওর আনসার আলি। তার অভিযোগেগর ভিত্তিতে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ হাসপাতালে তদন্ত করতে আসে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের ভুল স্বীকার করে জানায়, ওই একই দিনে করণদিঘি থানার বরিয়া গ্রামের বাসিন্দা সাবিনা খ াতুন প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়। সেদিন রাতেই পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তিনি। ওই শিশুটিও শ্বাসকষ্টে ভোগায় এসএনসিইউ বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই দুই পুত্র সন্তানকে রাখা হয় পাশাপাশি। তাদের মধ্যে এক শিশুর মৃত্যু হয়। ভুল করে মৃত শিশুটিকে দিয়ে দেয়া হয় সাবিনা খাতুনরে পরিবারকে। রায়গঞ্জ থানার আইসি সুমন্তবিশ্বাস বলেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। এসএনসিইউ বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসকের সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে। যে মৃত শিশুটি সাবিনা খাতুনের স্বামী কুতুব আলি নিয়ে গেছেন সে শিশুটি তাদের নয়। তাদের শিশু এসএনসিইউ বিভাগে ভর্তি রয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য এই ঘটনাটি ঘটে।

জাপানের উপকূলে ভেঙে পড়ল আমেরিকার কাদেনা এয়ারবাসের বিমান

টোকিও, ১১ জুন।। জাপানের উপকূলে ভেঙে পড়ল মার্কিন ফাইটার জেট এফ ১৫। আমেরিকার কাদেনা এয়ারবেসের বিমান এটি। সোমবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পাইলটকে জাপানি ফোর্স উদ্ধার করতে পেরেছে বলে খবর। জাপানি সংবাদ সংস্থা জানিয়েছেন, জাপানের সব থেকে বড় ইউএস মিলিটারি বেস হল কাদেনা। এই সেনা ঘাঁটি অন্তত ৪৮,০০০ মার্কিন সেনা রয়েছে। এই ধরনের একাধিক দুর্ঘটনা বারবার ঘটেছে জাপানে। এমনকি গত জানুয়ারিতে জাপানের কাছে ক্ষমাও চান মার্কিন ডিফেন্স সেক্রেটারি জিম ম্যাটিস। কখনো ইউএস হেলিকপ্টার এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করেছে, কখনো আবার জাপানের একটি স্কুলের মাথায় ভেঙে পড়েছে হেলিকপ্টারের অংশ।

মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ট্যাক্সি ছিনতাই রায়দিঘিতে

রায়দিঘি, ১১ জুন।। চালকের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গাড়ি ছিনতাই করে পালাল দুই দুষ্কৃতী। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি থানার কাশিনগর এলাকায়। চলন্ত গাড়ি থেকে কার্যত লাফ দিয়ে প্রাণে বাঁচেন গাড়ির চালক বিগ্নেশ চৌধুরী। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই রায়দিঘি তানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে কাউকে এখনো আটক বা গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। হাওড়া থেকে একটি সুইফট ডিজায়ার গাড়ি ভাড়া নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন দুই ব্যক্তি। কিন্তু আমতলা পেরিয়ে গেগলেও গাড়ি থেকে তারা না নামলে সওয়ারি দুজনকে তাদের গন্তব্য নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন গাড়ির চালক বিগ্নেশ চৌধুরী ওরফে দীনেস। উত্তরে আর এক কিলোমিটার দুরেই তারা নামবেন বলে জানান। কিছুটা এগিয়ে রাস্তার পাশে ফাঁকা জায়গায় দেখে গাড়ি দাড় করাতে বলে ওই দুই সওয়ারি। এরপর একজন বন্দুক ও অন্যজ ছুরি বের করে যথাক্রমে মাথায় ও পেটে ঠেকায় গাড়ির চালকের। চালকের আসন থেকে বিগ্নেশকে পিছনের সিটে বসানো হয়। এরপর ওই সওয়ারির কেজন গাণি চালিয়ে নিয়ে যান ও অন্যজন গাড়ির পিছনের সিটে বিগ্নেশের কপালে ঠেকিয়ে বসে থাকেন। চিৎকার করলে প্রাণে মেরে দেয়ারহুমকিও দেন। গাণিটিকে নিয়ে রায়দিঘি থানার কাশিনগর বাজার লোকায় এলে জ্যামের জন্য একটু গাড়িটি ধীর গতিতে চলার সময় গাড়ির দরজা খুলে রাস্তার উপর লাফিয়ে পড়েন বিগ্নেশ। অন্যদিকে গাণিটি রায়দিঘিঘ থানার কাশিনগগর বাজার এলাকা এলে একটু গাড়িটি ধীর গতিতে চলার সময় গাড়ির দরজা খুলে রাস্তার ওপর লাফিয়ে পড়েন বিগ্নেশ। অন্যদিকে গাড়িটিনিয়ে চম্পট দেয় অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় রায়দিঘি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করেন চিকিৎসার জন্য। এ বিষয়ে সোমবার সকালে রায়দিঘি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই গাড়ির মালিক প্রদ্যুত সাহা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়দিঘি থানার পুলিশ। তবে ছিনতাই হওয়া গাড়ি বা ছিনতাইবাজ কারোর খোঁজই প ায়নি রায়দিঘি থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য মাস খানেক আগেও কেটি ওলা গাণি ভাড়া নিয়ে সোনারপুর থানার খেয়াদহ এলাকায় এনে চালককে খুন করে গাড়ি নিয়ে পালিয়েছিল একদল যুবক। পরে অবশ্য তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ, উদ্ধার হয় গাড়িও।

সিপিআই(এম.এল) এর উদ্যোগে সোমবার সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

বাসন্তীতে নির্দল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী

বাসন্তী, ১১ জুন।। আবারও বাসন্তীতে নির্দল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হলেন এক তৃণমূল কর্মী। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় তত্বণমূল কর্মী ইউসুফ সর্দারকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২৪ দক্ষিণ পরগনার বাসন্তী থানার নেবুখালি বাজারের কাছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

গত পঞ্চায়েত ভোটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি াাসনে নির্দল প্রার্থীদের কাছে হেরে যায় তৃণমূলের কংগ্রেস প্রার্থীরা। মূলত এলাকার যুব তৃণমূল কর্মীরা পঞ্চায়েত ভোটে দলের টিকিট না পেয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দলীয় প্রার্থীদেরবিরোধিতা করে। এমনকি ভোটের দিনবুথ দখল করে ছাপ্পা বোট মেরে তৃণমূল প্রার্থীদেরহারিয়ে ভোটে জিতে নির্দল প্রার্থীরা।

ভাটের ফল ঘোষণার পর থেকেই এই সব নির্দল প্রার্থী ওতাদের অনুগামীরা তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা চালায়। কার্যত নির্বাচনের ফল ঘোষমার পর থেকেই তৃণমূল কর্মীরা ঘর ছাড়া হয়ে ছিলেন এলাকায়। বেশ কিছুদিন এলাকা যথেষ্ট শান্তও ছিল। শুক্রবার এক তৃণমূল কর্মী ইউসুফ সর্দার তারবাড়িতে ফিরলে রাতেই তার উপর হামলা চালায় নির্দল কর্মী রাজ্জাক সর্দার ও তার অনুগামীরা। কেন তারা এলাকায় ঢুকেছে এই অভিযোগ তুলে চলে বেধড়ক মারধর।

ঘটনায় গুরুতর জখম হলে খবর পেয়ে স্থানীয় ক্যাম্পের পুলিশ এসে উদ্ধার করে আক্রান্ত এই তৃণমূল কর্মীকে। ঘটনার পর থেকেই গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধারকরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চিকিৎসার জন্য।

প্রেমিকের সামনেই লাইভ আত্মহত্যা প্রেমিকার

সোনারপুর, ১১ জুন।। ঠিক যেন হিন্দি সিনেমার দৃশ্য। প্রেমিকের সঙ্গে মত বিরোধ হওয়ায় কার্যত প্রেমিকের সামনেই ফেসবুক লাইভ ভিটিও চেট এ নিজের আত্মহত্যার ভিডিও প্রেমিকাকে উপহার দিল প্রেমিক। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার অন্তর্গত বৈদপাড়ায়। শুধু মাত্র গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হওয়া নয়, তার আগে ব্লেড দিয়ে নিজের হাতেরএকাধিক জায়গা কেটেও ফেলে বচড সতেরোর ওই কিশোরী। সে ছবিও ফেসবুক লাইভে প্রেমিককে দেখায় ওই প্রেমিকা। মৃতার নাম মৌসুমি মিস্ত্রা। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সোনারপুর থানার ঘাসিয়ারার বাসিন্দা আরিয়ানের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে প্রেম ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল সোনারপুর কামরাবাদ হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী মৌসুমি মিস্ত্রীর। শনিবার দুপুরে এক বান্ধবীর ফোন পেয়ে তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। ওইদিন বিকেলে পাঁচটা নাগাদ তার বাড়ি ফেরার কথাও থাকলেও সময়মতো বাড়ি ফেরেনি মৌসুমি। ওইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ ব াড়িতে ফিরলেও সেভাবে কারো সঙ্গে কথা বলেনি মৌসুমি। ওই ছাত্রীর মা আয়ার কাজ করেন বলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিজের কাজে বেরিয়ে যান। মৌসুমির বাবা ও বাইও অন্যত্র ছিলেন সে সময়। বাড়িতে কার্যত একাই ছিল ওই দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রটি। স্থানীয়দের দাবি, শনিবার রাতে পাড়ার ক্লাবের জলসা দেখতেও এসেছিল মৌসুমি। সেখান থেকে রাতে বাড়ি ফিরে সকলের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে প্রতিদিনের মতো নিজের ঘঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমতে চলেযায় ওই কিশোরী। কিন্তু, রবিবার সকালে দীর্ঘক্ষণ ঘুম থেকে না ওঠায় বাড়ির লোকদের সন্দেহ হয়। অনেক ডাকাডাকি করেও দরজা না খোলায় রবিবার দুপুর নাগাদ ঘরের জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে পরিবারের লোকজন দেখেন গলায় ওড়ানার ফাঁস লাগিয়ে কড়ি কাঠের সাথে ঝুলছে মৌসুমি। তড়িঘড়ি ঘরের দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করেন পরিবারে সদস্যরা। পাশাপাশি প রিবারের লোকজন দেখেন তখন ফেসবুকে লাইভ রয়েছে মৌসুমি। মোবাইল ফোন ঘেঁটে দেখায় ওই দিন রাতে আরিয়ানের সঙ্গে তার দীর্ঘক্ষণ সোশ্যাল সাইটে কথা হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা প্রশ্ন তুলেছেন, মৌসুমির আত্মহত্যারবিষয়টি আরিয়ান জানলেও কেন এ বিষয়ে কাউকে সে কিছু বলেনি? ঘটনার খবর পেয়ে রবিবার বিকেলে সোনারপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। এ বিষয়ে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মৌসুমির পরিবারের সদস্যরা। সোনারপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো কাউকে এ বিষয়ে আটক বা গ্রেপ্তার করেনি।

SHOW CAUSE NOTICE

WHEREAS, It has been reported by Sri. Ashramani Debbarma, Fr, FPU Teliamura under Teliamura Range under Teliamura Fores Sub-Division vide hir office No.F.01/ FPU/TSD/2017-18 dated 27.04.2017 that on 26.04.2017 at about 3.20 AM during patrolling duty along with accompanied ff over Mungiakamik railway station area he found 1(One) No. Bolero Maxi Truck vehicle bearing Registatrtion No. TR-01-L-1786, ENGINE NO. GG91J75902 & Chassis No (MAIZG2GGA917J56267) loaded with Trak Round Long (0.832 cum) whichg apparently procured illegally without carring license & GP/TP.

And whereas, Sri Ashramani Debbarma, Fr. FPU Teliamura has checked & seized the said vehicle bearing Registraion No. TR-01-L-1786, ENGINE No. GG91J75902 & Chassis No. (MAIZG2GGA917J56267) loaded with Teak round Long (0.832 Cum) & brought those to the safe custody of Range Office, Teliamura compelx.

WHEREAS, in exerice of the powers conferred upto me vide Notification No., 7(860 / For /FP-86/14469 dated 09.06.1987 and No.F. 13(103)/For/Esst-2014/50233 dated 12.02.2015 of the Forest Department Govt. of Tripura as an Authorized officer for the purpose under Sub-Sec.2 of Sec.2 (A) of India Forest (Tripura Amendment) Act. 1986. it is comtemplated to confiscate the said seized vehicle bearing Registration No. TR-01-L-1786. ENGINE No GG91J755902 & Chassis No.(MAIZG2GGA917J56267) its use in carrying of Forest produces of questionable origin in commission of Forest Offence of Indian Forest Act, 1927 7 rules made ther under.

Hence a Claimant Notice was issued Vide No.F.10.2/Seized-veh/TR-01-L-1786/ TD-2017-18/4128-67 dated, 13-10-2017

AND WHEREAS, Mangaji Miah, S/o- Rahaman Miah, of Vill - Baishgharia, PS - Telaimura,, PO Golabari, Dist. Khowai, and Tripura has preferred his authorized ownership claimed over the seized vehicle bearing Registration No. TR01-L1786 Bolero Maxi Truck Vehicle by submitting photocopies / documents of the said vehcile in support of his claim.

AND WHEREAS, Mangaji Miah, S/O Rahaman Miah, of Vill - Baishgharia , PS-Teliamura, PO- Golabari, Dist- Khowai. Tripura is hereby served upon notice to apperar in person before the Authorized Officer (DFO, Khowai) on any working day within 30(Thirty days) from the date of issue of this norice along with all original reevant records in support of ownership etc. of the said seized vehicle shall not be confiscated of the Govt. of Tripura for use vehicle in commission of fores offence. failing which decision regarding confiscation of the vehicle bearing Registration No. TR-01-L1786 Bolero Maxi Truck Vehicle will be taken expert.

Issued under may Seal & Segnature this day on....

IAC/D/383/18

To
Mangaji Miah, S/O-Rahaman Miah
Vill - Baishgharia, PS- Teliamura
PO- Golabari, Dist-Khowai Tripura,
Pin - 799205

S/d- Illegible
(Dr. N. K. Chanchle, IFS)
Authorized Officer
(District Forest Officer)
Khowai, District, Teliamura

নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানের বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে উপরের ছবিতে দেওয়া ব্যক্তির নাম শ্রীমতি সুশান্তি দেবনাথ বয়স ৫০ বৎসর স্বামী শ্রী কৃষ্ণ দেবনাথ গ্রাম পশ্চিম ডলুছড়া, থানা - আমবাসা, জেলা ধলাই, উচ্চতা ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রঙ ফর্শা, পরনে হলুদ রং এর শাড়ি ও লাল রং এর ব্লাউজ। উক্ত মহিলা কুলাই লালছড়িতে তাহার বড় ভাই এর বাড়িতে যায়। সেখান থেকে গত ২০-০৫-২০১৮ ইং তারিখে কাউকে কিছু না বলিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায় এবং এখনও পর্যন্ত বাড়িতে ফিরিয়া আসেনাই।

এই বিষয়ে আমবাসা থানায় গত ২৯-০৫-২০১৮ ই তারিখে একজি জেনারেল ডায়েরী করা হয় যাহার নম্বর ০৫। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।

স্থানীয় পুলিশের বহু চেষ্টা সত্বেও অদ্যাবধি উক্ত মহিলার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। উক্ত মহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নে উল্লেখিত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ পুলিশ অধীক্ষক ধলাই জিলা, আমবাসা, দুরাভাষ নম্বর ঃ ০৩৮২৬২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল ধলাই) ০৩৮২৬২৬৭২৫৮ (অফিস) ৯৪৩৬১৩৬০৪৬ (মোবাইল)।

পুলিশ অধীক্ষক
ধলাই জিলা, আমবাসা।

ICA/D/378/18

লুকোচুরি শেষ, ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার জেএমআই জঙ্গি

ব্যান্ডেল (হুগলি), ১১ জুন।। ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে সন্দেহভাজন এক জামাত উল মুজাহিদিন ইন্ডিয়া জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। ধৃতের নাম হল হাজিবুল্লা। তার বাড়ি মুর্শিদাাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জে। পুলিশ সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরে হুগলি জেলায় লুকিয়েছিল হাজিবুল্লা। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রবিবার রাত ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ ব্যান্ডেল স্টেশনে টিকিট কাউন্টারের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করা হয় হাজিবুল্লাকে। ধৃত হাজিবুল্লা জেএমআই আর সামশেরগঞ্জে মডিউলের সদস্য। হুগলি জেলার বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গি নিয়োগের কাজ করছিল সে। দীর্ঘদিনের লুকোচুরি শেষে, অবশেষে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এর জালে ধরা পড়ল হাজিবুল্লা।

২০১৩ সালের ৭ জুলাই বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে বিস্ফোরক তৈরিতে পটু হাজিবুল্লার বিরুদ্ধে। এসটিএফ সূত্রের খবর, বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণের জন্য বিস্ফোরক বানানোয় হাত রয়েছে হাজিবুল্লার।

টানা ১৩ দিনের স্বস্তি ক্রমশই নিম্নমুখী পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১১ জুন।। ব্যাপক স্বস্তিতে আমজনতা। এক দুদিন নয়, একটানা ১৩ দিন পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ক্রমশই নিম্নমুখী। স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন দেশবাসী। সোমবার সকাল ছটা থেকে নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাইয়ে যথাক্রমে ২০ পয়সা, ১৯ প য়সা, ২০ পয়সা এবং ২১ পয়সা করে কমেছে পেট্রোলের দাম। পাশাপাশি দিল্লি সহ চার মেট্রো সিটিতে ডিজেলের দাম কমেছে যথাক্রমে ১৫ পয়সা (দিল্লি), ১৫ পয়সা (কলকাতা), ১৬ পয়সা (মুম্বাই), এবং ১৬ পয়সা (চেন্নাই)। এই নিয়ে টানা ১৩ দিন পেট্রোলের দাম কমলেও, ডিজেলের দাম কমেছে ১০ দিন।

নতুন মূল্য অনুযায়ী কলকাতায় ১ লিটার পেট্রোলের দাম ৭৯.২৫ টাকা। দিল্লিতে পেট্রোলের নতুন দাম লিটার পিছু ৭৬ টাকা ৫৮ পয়সা, মুম্বাইতে পেট্রোলের নতুন দাম ৮৪ টাকা ৪১ পয়সা। পাশাপাশি চেন্নাইতে পেট্রোলের নতুন মূল্য হল ৭৯ টাকা ৪৮ পয়সা। এছাড়াও কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই ও চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম যথাক্রমে ৭০.৫০ টাকা (কলকাতা), ৬৭.৯৫ টাকা (দিল্লি), ৭২.৩৫ টাকা (মুম্বাই) এবং ৭১.৭৩ টাকা (চেন্নাই)। প্রসঙ্গত গত ২৯ মে একটানা ১৬ দিন লাগাতর ঊর্ধবমুখী ছিল পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামের ওপর। স্বাভাবিক ভাবেই পকেটে টান পড়ছিল আম জনতার। অবশেষে আমজনতাকে স্বস্তি দিয়ে টানা ১৩ দিন ক্রমশই নিম্নমুখী পেট্রোল-ডিজেলের দাম।

ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনে ৬৫ প্লাস আসন পাওয়াই বিজেপির লক্ষ্য, দাবি অমিত শাহের

অম্বিকাপুর, ১১ জুন।। চলতি বছরেই ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নিজেদের গড় ধরে রাখতে দলীয় কর্মীদের লক্ষ্য ঠিক করে দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত। সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ছত্তিশগড়কে গৌরবশালী র াজ্য হিসেবে অবিহিত করেবিজেপি সভাপতি অমিত শাহ বলেন, সড়ক, কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সহ একাধিক ক্ষেত্রে রাজ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংকে অভিনন্দন জানাই। এই প্রদেশ থেকে শিখে অন্যান্য রাজ্যগুলিও এগিয়ে চলছে। উনি জনতাকে বিশ্বাস যুগিয়েছেন। ৬৫ প্লাস অবশ্যই হবে। ৬৫ আসন জেতার লক্ষ্যেই রণকৌশল ঠিক করা হয়েছে। বিজেপি সভাপতি আরও বলেন, ১৫ বছর পরও সরকারএবং মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিংয়ের প্রতি জনগণের আস্থা দেখে আমি গর্বিত। কেন্দ্রীয় সরকার বহু প্রকল্প

ছত্তিশগড়কে দিয়েছে। রাজ্য এবং কেন্দ্র দুই সরকারের ইঞ্জিনই লাইনের উপর দিয়ে চলছে। তাই ফলাফল খুব ভাল হচ্ছে। রমন সিংয়ের নেতৃত্বে ছত্তিশগড়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। আর তাই চতুর্থবারের জন্য ছত্তিশগড়ে সরকার গড়তে চলেছেবিজেপি। এদিন ছত্তিশগড় সফরের শেষদিনেও কংগ্রেসের নিন্দায় মুখর হলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। কংগ্রেস মুক্ত ভারত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বলেন, বিপক্ষ ছাড়া গণতন্ত্র সম্ভব নয়। কিন্তু কংগ্রেসকে বাঁচানোর বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরদেয়ার কথা রাহুল গান্ধীর। আমার নয়। দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে বিজেপি ক্রমাগত কাজ করে চলেছে। অন্যদিকে দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে চলছে কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যোগ্য নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নে পথে এগিয়ে চলেছে।

লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েত ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ছ'জন পড়ুয়া সহ মৃত ৭

কনৌজ, ১১ জুন।। উত্তরপ্রদেশের কনৌজ জেলায়, লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে বেপরোয়া বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ছজন পড়ুয়া সহ মোট সাতজনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন একজন শিক্ষকও। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় সাতজনের মৃত্যুর পাশাপাশি গুরুতর আহত হয়েছেন আরো দুজন। সোমবারভোর চারটে নাগাদ ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের কনৌজ জেলার তিরবা এলাকায়, লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়ের ওপর। দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল, বিজয় কুমার, মহেশ কুমার, অভয়প্রতাপ সিংহ, মিথিলেশ কুমার, বিশাল কুমার, জিতেন্দ্র কুমার যাদব ও সতীশ। মৃতরা ছাত্ররা প্রত্যেকেই বেসিক ট্রেনিং সার্টিফিকেট পড়ুয়া ছিলেন। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, সন্ত কবীরনগর জেলা থেকে বিটিশ কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে উত্তরাখন্ডের হরিদ্বার অভিমুখে যাচ্ছিল একটি বাস। কিন্তু, কনৌজ জেলার তিরবা এলাকায় আচমকাই বাসটির ডিজেলে শেষ হয়ে যায়। এরপরই অন্য একটি ব াস থেকে ডিজেল নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ছাত্ররা। পড়ুয়াদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তাদেরই অন্য একটি বাস থামিয়ে, সে বাস থেকে ডিজেল নেওয়া হচ্ছিল। ভোট তখন চারটে হবে, আচমকাই একটি বেপরোয়া বাস পড়ুয়াদের চাপ দেয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়টুকুও পাওয়া যায়নি, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ছজনের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, পরে আরো একজনের মৃত্যু হয়। বাকিরা সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ কর্তারা জানতে পেরেছেন ঘাতকবাসটি লাল রঙের ছিল।

বেপরোয়া বাসের চাকায় পিষ্ট হয়েসাতজনের অকাল মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারেরর প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি মৃতদের প রিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা এবং াাহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন যোগী।

নাগপুরে বিজেপি কর্মী সহ একই পরিবারের পাঁচজন সদস্যকে নির্মমভাবে খুন

নাগপুর, ১১ জুন।। বাকরুদ্ধকর ঘটনা। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে রহস্যজনকভাবে খুন হলেন বিজেপি কর্মী কমলাকর পোহানকার এবং তার পরিবারের চারজন সদস্য। রোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে নাগপুরের নন্দনবন থানার অন্তর্গত আারাধানা নগরে। পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, রবিবার রাতে আরাধানা নগর এলাকায় অবস্থিত বাড়িতে ঘুমিয়েছিলেন বিজেপি কর্মী কমলাকর ও তার পরিবারের বাকি সদস্যরা। রাতের অন্ধকারের সুযোগে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হানা দেয় অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। ঘুমের মধ্যেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয় বিজেপি কর্মী কমলাকর পোহানকার, তার স্ত্রী কন্যা এবং ভাইঝিকে। তবে, সৌভাগ্যবশত প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন কমলাকরের ছোট মেয়েমিতালি এবং ভাইঝি বৈষ্ণবী। অন্য বিছানায় ঘুমিয়ে থাকায় মিতালি ও বৈষ্ণবীকে দেখতে পায়নি দুষ্কৃতীরা। সোমবার সকালে বিজেপি কর্মী সহ পরিবারের বাকিসদস্যদের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে কি কারণে নির্মমভাবে হত্যা করা হল বিজেপি কর্মী সহ তার পরিবারের বাকি সদস্যদের, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, লুঠের উদ্দেশ্যে নয়, ষড়যন্ত্র করেই খুন করা হয়েছে বিজেপি কর্মী সহ তার পরিবারের বাকি সদস্যদের। মামলা রুজু করে রোমহর্ষক এই হত্যাকান্ডের তদন্ত শুরু করেছে নন্দনবন থানার পুলিশ।

চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা, ধৃত প্রতারক

নদিয়া, ১১ জুন।। চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে এক প্রতারককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম হল সঞ্জয় সরকার। তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত থানার অন্তর্গত অনাদি নগরে। পুলিশ সূত্রের খবর, নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত ভীমপুর গ্রামের বাসিন্দা সমর বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তির কাছ ৩.৩০ লক্ষ টাকা নিয়েছিল সঞ্জয় সরকার নামে ওই ব্যক্তি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সমরবাবুকে বন দপ্তরে চাকরি পাইয়ে দেবে। অভিযোগ, টাকা নেওয়ার পর দীর্ঘ দুবছর কেটে গেলেও চাকরি দিতে পারেনি সঞ্জয় সরকার। পাশাপাশি টাকা ফেরত দিতেও অস্বীকার করেছিল সে। আর এরপরই নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সমীর বিশ্বাস। সে অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতারক সঞ্জয় সরকারকে গ্রেপ্তার করে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

অটল বিহারী বাজপেয়ী, এইমসে ভর্তি

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ঃ রুটিন চেকআপের জন্য দিল্লির এইমসে ভর্তি হলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা ভারতরত্ন রাজনীতিবিদ অটলবিহারী বাজপেয়ী। সোমবার বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, রুটিন চেকআপ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা করানোর জন্য এদিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিারী বাজপেয়ীকে এইমসে ভর্তি করানো হয়েছে। চিকিৎসকদের সুপারিশ অনুযায়ী এদিন তাকে এইমসে ভর্তি করানো হয়। এইমসের ডিরেক্টর চিকিৎসক রণদীপ গুলেরিয়ার তত্বাবধানে রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। গত দশক থেকে ধীরে ধীরে একাধিক শারীরিক অসুস্থতায় গ্রাস করেছে এক সময়ের তেজস্বী, বাগ্মি এই রাজনীতিবিদকে। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। এর আগে ১৯৯৬ সালে মাত্র ১৩ দিন প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন বাজপেয়ী। ২০০৯ সাল থেকে হাটতে পারেন না তিনি। হুইলচেয়ারে বসে থাকেন তিনি। এর আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রুটি চেকআপ ওনার বাড়িতে হত। তখনওই এইমসের ডিরেক্টর ডিরেক্টর চিকিৎসক রণদীপ গুলেরিয়ার তাকে দেখতেন। কিন্তু এখন শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার কারণে এদিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে এইমস হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর অবস্থা স্থিতিশীল।

দেহরাদুনে ১১০ গ্রাম চরস বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ, ধৃত এক

দেহরাদুন, ১১ জুন ।। মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল উত্তরাখন্ড পুলিশ। রবিবার রাাতে ক্লিমেন্টটাউন থানার পুলিশ তল্লাশি চালাতে গিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১১০ গ্রাম চরস বাজেয়াপ্ত করেছে। রবিবার রাতে ক্লিমেন্টটাউন থানার অন্তর্গত ঝিল তিরাহায় এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল পুলিশ। সে সময় এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১১০ গ্রাম চরস বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাচারাকারীকেক। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে যে সে ছুটমল পুর থেকে চরসগুলি সস্তায় কিনে দেহরাদুন শহরের স্কুল সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করত। এর পেছনে কোনো চক্র কাজ করছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে ধৃত পাচারকীর নাম জানা গিয়েছে। ধৃতের নাম অমর কুমার। দেহরাদুনের নেহরু কলোনির বাসিন্দা অমর কুমার ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রুজু করা হয়েছে।

রতন নাথ

● প্রথম পাতার পর

কলেজে অভিযান চালানো হয়েছে।

আইনমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রের সহায়তায় রাজ্যে বেকারদের স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিগত দিনেও কেন্দ্রের সহায়তায় বহু মানুষ স্বাবলম্বী হয়েছেন। তাঁর কথায়, মোদি সরকারের মেক ইন ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া এবং মুদ্রা লোনের মাধ্যমে দেশে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটেছে। এর সুফল রাজ্যও পাচ্ছে। তিনি জানান, মুদ্রা লোনের মাধ্যমে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪লক্ষ ৩০৮ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। ঋণের মোট অর্থ রাশি হল ১৪৯১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। আইন মন্ত্রী আরোও জানান, দেশে স্কীল ইন্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ৫০ কোটি যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ রাজ্যেও স্কীল ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ১লক্ষ ৪০ হাজার ৬০৪ জন যুবককে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের ফলে যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত বলে দাবি করেন তিনি। কারণ, ইতিমধ্যে ১৩৫৬৫ জনের কর্ম সংস্থান হয়েছে। আইনমন্ত্রীর কথায়, সকলকে স্বাবলম্বী করে তোলাই রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য এবং প্রধান লক্ষ্য। কারণ সরকারি চাকুরি কর্মসংস্থানের একমাত্র মাধ্যম হতে পারে না। তিনি দাবি করেন, সকলকে সরকারি চাকুরি দেওয়া হবে নির্বাচনের আগে বিজেপি এমন প্রতিশ্রুতি দেয়নি। কিন্তু, সকলের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর দাবি, বিজেপির প্রাক্ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

কেরলের সাহিত্যিক এম কে শানুর সঙ্গে দেখা করলেন ইরানী

কোচি, ১১ জুন ।। সম্পর্ক ফর সমর্থন কর্মসূচী অনুযায়ী কেরলের বিখ্যাত সাহিত্যিক এম কে শানুর সঙ্গে দেখা করলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এদিন বর্ষীয়ান সাহিত্যিক এম কে শানুর বাসভবে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। বর্ষীয়ান সাহিত্যিক এম কে শানুর সঙ্গে বৈঠকে কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের বিগত চার বছরের সাফল্য তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। পাশাপাশি এম কে শানুর হাতে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার পুস্তিকাও তুলে দেন স্মৃতি ইরানি। এই বৈঠকে স্মৃতি ইরানি ছাড়াও দিলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা ভি মুরলিধরণ। সাহিত্যিক এম কে শানুর সঙ্গে প্রায় ৩০ মিনিট বৈঠক করেন বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এই প্রসঙ্গে এম কে শানু বলেন, এনডিএ সরকারের বিগত চার বছরের সাফল্য তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। পাশাপাশি এম কে শানুর হাতে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার পুস্তিকাও তুলে দেন স্মৃতি ইরানি। এই বৈঠকে স্মৃতি ইরানি ছাড়াও দিলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা ভি মুরলিধরণ। সাহিত্যিক এম কে শানুর সঙ্গে প্রায় ৩০ মিনিট বৈঠক করেন বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এই প্রসঙ্গে এম কে শানু বলেন, বস্ত্রমন্ত্রী আমাকে দুইটি লিফলেট দিয়েছেন। এই সম্পর্কে আমার মতামত লিখিতভাবে দিতে বলেছেন উনি। নাগরিক হিসেবে সরকারের ভালে কাজের প্রশংসা করা উচিত। বিগত চার বছরে মোদী সরকার বহু ইতিবাচক কাজ করেছে। প্রসঙ্গত, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ৩০ মে থেকে সম্পর্ক ফর সমর্থন গ্রহণ করেছে বিজেপি। সেই অনুযায়ী বহু কৃতীর সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী

আটের পাতার পর

মিয়া খাদিম, ঊনকোটি জিলাপরিষদ এবং গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণ, বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কুলতলির জ্বালাবেড়িয়া বাজারে দুঃসাহসিক চুরি, আতঙ্গে ব্যবসায়ীরা

কুলতলি, ১১ জুন।। রাতের অন্ধকার ও ঝড়বৃষ্টির সুযোগ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে দুঃসাহসিক লুঠপাট চালাল দুষ্কৃতীররা। রবিবার রাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাজুড়ে। অন্যথায় হয়নি কুলতলিতেও। রাতের অন্ধকারও ঝড়বৃষ্টির সুযোগেগ কুলতলির জ্বালাবেড়িয়া বাজরে বেশকয়েকটি দোকানে অবাধে দুঃসাহসিক লুঠপাট চালালদুষ্কৃতীরা। প্রতিদিনের মতো সকালে দোকান খুলতে এসে হতবাক হয়ে যান জ্বালাবেড়িয়া বাজারের ব্যবসায়ীরা। তারা দেখেন, একটি সোনার দোকান, কেটি মুদির দোকান ও একটি পেঁয়াজের গুদামের শাটার ভাঙা। পৃথক তিনটি দোকানের তালা গুলি অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে খুলেছে দুষ্কৃতীরা।

এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় জ্বালাবেড়িয়াবাজার চত্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কুলতলি থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পুলিশের অনুমান, রবিবার রাতে ঝড়বৃষ্টির সুযোগে এই ঘটনা ঘটিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ব্যবসায়ীদের দাবি, দুষ্কৃতীরা স্বর্ণ দোকান থেকে সোনারুপোর গহনা ও নগদ সহ মোট ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং মুদি দোকানের প্রায়১ লক্ষ টাকা ও পিঁয়াজ গুদাম থেকে নগদ ৪৫ হাজার টাকানিয়ে চম্পট দিয়েছে। দুঃসাহসিক চুরির ঘটনার জেরে র ীতিমত আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা। মামলা রুজু করে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সরকারের

● প্রথম পাতার পর

কাজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এডিসি প্রশাসনের হাতে রয়েছে। এছাড়াও ১৭টি ব্লক আংশিক এডিসি এলাকায় রয়েছে। ফলে, সেখানেও এডিসি প্রশাসনের কাজে নিয়ন্ত্রনের এক্তিয়ার রয়েছে। ওই আধিকারিকের কথায়, এডিসি প্রশাসন রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিলে ওই ৪০ টি ব্লকে রেগার কাজে আরোও গতি আসতে পারতো। রাজ্যে মোট ৫৮টি ব্লকের মধ্যে মাত্র ১৮টি ব্লক রয়েছে এডিসি এলাকার বাইরে। ওই আধিকারিকের কথায়, পূর্বতন সরকারের আমলে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মে পর্যন্ত রেগা প্রকল্পে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কোষাগারে ছিল ২২২কোটি ২৫লক্ষ টাকা। কিন্তু, নতুন সরকারের আমলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মে পর্যন্ত গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কোষাগারে রয়েছে ১৭৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। গত অর্থ বছরে এপ্রিল ও মে মাসে মোট ৬লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৭৬ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু, বর্তমান অর্থ বছরে এপ্রিল ও মে মাসে ১২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭২০ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। ওই আধিকারিকের কথায়, গত অর্থ বছরে রেগায় টাকা ছিল বেশি, কিন্তু কাজ হয়েছে কম। সেই তুলনায় এ বছর টাকা কম থাকলেও গত অর্থ বছরের তুলনায় সমসাময়িক কালে এবছর কাজ বেশি হয়েছে।

তথ্যের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে ওই আধিকারিক জানান, পুরো এডিসি এলাকায় অবস্থিত ২৩টি ব্লকে এ বছর ৬ লক্ষ ৬১ হাজার ৪১৭ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি আংশিক এডিসি এলাকায় অবস্থিত ১৭টি ব্লকে ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩১৭ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। এডিসি এলাকার বাইরে অবস্থিত ১৮টি ব্লকে ২ লক্ষ ৩হাজার ২৪৩ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকার ৬০ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে।

রাজ্যে পাহাড়ি জনপদে উদ্ভূত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে সে বিষয়ে রেগার তথ্য তুলে ধরে ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, এডিসি এলাকার অধিন ছামনু ব্লকে সবচেয়ে বেশি রেগার কাজ হয়েছে। ওই ব্লকে ৭২ হাজার ৮৬৭ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া দামছড়া ব্লকে ১০হাজার ৫২১, দশদা ব্লকে ৩৮হাজার ৩৯০, জম্পুইহিল ব্লকে ৪হাজার ৬৩৭, ডম্বুর নগর ব্লকে ৪৯ হাজার ৩৯১, গঙ্গানগর ব্লকে ১১ হাজার ২৮২, রইস্যাবাড়ি ব্লকে ১৮ হাজার ৬৩৭, মুঙ্গিয়াকামী ব্লকে ২৮হাজার ৮৮৯, পদ্মবিলে ৩৫ হাজার ৬৩৪, তুলাশিখরে ৪২ হাজার ৪৫৪, হেজামাড়ায় ২৮ হাজার ৫২৫, জম্পুইজলায় ৫৩ হাজার ১৭৩, কিল্লাতে ১৯ হাজার ৫৮৮, শিলাছড়িতে ১৩ হাজার ৩৩৭, রূপাইছড়িতে ৪৬ হাজার ৭৮৬, করবুকে ২ হাজার ৩৪৬, বেলবাড়িতে ১৮ হাজার ২৫০, মনুতে ৯১ হাজার ৯, লালজুরিতে ১৫ হাজার ৯৮৭, ওম্পিতে ৬ হাজার ২১৯, মান্দাইতে ২২ হাজার ৭৬৪ এবং পেঁচারথল ব্লকে ৩০ হাজার ৪৭৫ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। ওই আধিকারিকের মতে, পাহাড়ি জনপদে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হওয়ার কোনও কারণ দেখা যাচ্ছে না।

বাতিল

● প্রথম পাতার পর

সাধারণ প্রশাসনের তরফে জারি করা এক নির্দেশিকায় এই বিষয়গুলি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস পদোন্নতি নির্দেশিকায় এডহক ভিত্তিতে পদন্নোতির কোনও বিধান নেই। কিন্তু, পূর্বতন সরকার ২০১৪ সালে তাঁকে আইজিপি থেকে এডিজি পদে সম্পূর্ণ এডহক ভিত্তিতে পদোন্নতি দেয়। তার পর ২০১৫ সালে পুনরায় এডিজি পদ থেকে ডিজিপি পদে এডহক ভিত্তিতে পদোন্নতি দেওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা থাকা সত্বেও এই পদোন্নতি দিয়েছিল পূর্বতন সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এডহক ভিত্তিতে পদোন্নতির তীব্র বিরোধীতা করেছিল এবং কে নাগরাজকে ডিজিপি পদ থেকে সড়িয়ে আইজিপি পদে নামানোর পরামর্শও দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পূর্বতন রাজ্য সরকারকে বেশ কয়েকবার এই পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু, তখন তা মানেনি তৎকালীন রাজ্য সরকার। রাজ্যে সরকার বদল হওয়ার পর কে নাগরাজের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি এক নির্দেশিকা জারি করে কে নাগরাজকে ডিজিপি পদমর্যাদা থেকে আইজিপি পদমর্যাদায় নামিয়ে দেওয়া হয়।

নাম লতা

● প্রথম পাতার পর

কেননা, সরকারী কর্মচারী থেকে শুরু করে সমাজদ্রোহীদের ধমনীতে মিশে আছে দুর্নীতির রক্ত। এ রক্ত সহজ সরল পথে চলতে চায় না। এ রক্তে নেই বিশুদ্ধতার ছাপ। তাই তাদের মানসিকতাতেও নেই সুষ্ঠু চিন্তা ভাবনা। নেই রাজ্যের উন্নয়নের চিন্তা। আছে শুধু দুরভিসন্ধি। বর্তমানে এ ধরনের লোকেদের নিয়ে চলতে হচ্ছে বিজেপি জোট সরকারকে। সরকার বারবার কর্ম সংস্কৃতির কথা বলছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হচ্ছে। কিন্তু, রাজ্য সরকারের কন্ঠস্বর দুর্নীতিবাজদের কর্ণগুহরে প্রবেশ করছে না। তারা আছে তাদের ধ্যানে। ফলশ্রুতিতে অফিস আদালতে আজো ফিরেনি কর্মসংস্কৃতি। বিভিন্ন দপ্তরে গিয়ে সাধারণ মানুষ আজও ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। এর থেকে মুক্তির পথ একটা। তা হল মানসিকতার পরিবর্তন। এমন পরিবর্তন না এলে সরকারের পক্ষে একা উন্নয়নের ধ্বজা উড়ানো সম্ভব নয়।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

করছে। ইতোপূর্বে ব্লক কার্যালয়ে তালাও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সোমবার বিকল্প জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে দেওয়ায় উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পথ অবরোধের প্রভাব পড়েছে স্থানীয় বিদ্যালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির হার ছিল নগন্য। এলাকায় প্রয়োজনীয় সুরক্ষা বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

এদিন অবরোধের খবর পেয়ে এসডিপিও, মহকুমা শাসক, ডিসিএম এবং লেফুঙ্গা থানার ওসি অবরোধস্থলে যান। অবরোধকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু, তারা কোনভাবেই অবরোধ প্রত্যাহার করকে রাজি হচ্ছিলেন না। অবশেষে বিকাল চারটা নাগাদ তারা অবরোধ প্রত্যাহার করেন। কিন্তু, আবারো অবরোধের হুমকি দিয়েছেন তারা।

বাজেয়াপ্ত

আটের পাতার পর

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, ওই এলাকায় বেশ কয়েক বছর ধরে বেআইনি কাঠের ব্যবসা চলছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, যদিও এই কাঠের মিলটিকে বন্ধ করার জন্য এর আগে বহুবার পুলিশের কাছে আর্জি জানানো হয়। কিন্তু পুলিশ এ বিষয়ে কোনও প্রকাস উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এতে দিনের পর দিন এই বেআইনি কাঠের ব্যবসা রমরমিয়ে বেড়েছিল। কিন্তু এখন পুলিশের এই অভিযানে সন্তুষ্ট এলাকাবাসীরা।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘদিন ধরেই বেআইনীভাবে স মিল চালাচ্ছে চোরাকারবারীরা। আর এর ফলে বনের মূল্যবান গাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

কমলপুরে যুব বিষয়ক আলোচনা ও যোগা দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি

কমলপুর, ১১ জুন।। মহকুমা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ের গত ৮ জুন নগর পঞ্চায়েত ও ব্লক ভিত্তিক যুব বিষয়ক আলোচনাসভা এবং আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালনের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সবায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিষ দাস, সালেমা বি এ সির চেয়ারম্যান বিমল দেববর্মা, ক্রীড়া আধিকারিক দিবাকর দেবনাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রশান্ত সিনহা, শ্যামল পাল প্রমুখ। সভায় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, মহকুমার কমলপুর নগর পঞ্চায়েতে, দুর্গওাচৌমুহীনী ও সালেমা ব্লকের যুব বিষয়ক আলোচনা সভার অনষ্ঠানগুলো যৌথভাবে আগামী ২৩ জুন আয়োজিত হবে। অনুষ্ঠান হবে হালাহালি কমিউনিটি হলে সকাল এগারটায়। সামাজিক বিভিন বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা হবে।

এদিকে, আগামী ২১ জুন মহকুমার ৩টি স্থানে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপিত হবে। কমলপুর নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক অনুষ্ঠানটি হবে স্থানীয় রামঠাকুর মন্দিরে। দুর্গাচৌমুহনী ও সালেমা মোটর স্ট্যান্ডে। সেদিন সকাল ৬টা থেকে যোগা দিবসের অনুষ্ঠানগুলো একসাথে শুরু করা হবে।

মানিকপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে ৫০টি স্বাস্থ্য শিবির

আমবাসা, ১১ জুন।। দূরবর্তী অঞ্চলের জনসাধারণের কাছে স্বাস্থ্যপরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মানিকপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে গতমাসে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ৫০টি স্বাস্থ্য শিবির করা হয়। স্বাস্থ্য শিবিরগুলিতে ১৮৩৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেয়া হয়। এর মধ্যে ৪৫ জনের ডায়ারিরয়া, ৯২০ জন জ্বরেরও রোগী ছিলেন। ৯২০ জন জ্বরের রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে ৯৪ জনের রক্তে ম্যালেরিয়া জীবাণু সনাক্ত করা হয়।

স্বাস্থ্য শিবিরগুলোতে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, সময় মত টিকা দেয়া, ডায়রিয়া ও ম্যালেরিয়ার জীবাণু শনাক্ত করা হয়।

সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

খাদ্যভাব চলছে, রেগার কাজ নেই। দুজন অনাহারজনিত রোগে প্রাণ হারিয়েছেন। অভাবগ্রস্ত এলাকার মানুষের সাথে বিরোধী দলনেতা এবং বামফ্রন্ট বিধায়করা যাতে কথা বলতে না পারেন তার জন্য পরিকল্পিত ভাবেই বিজেপি-আইপিএফটি কর্মীরা তাঁদের বাধা দিয়েছে। রাজ্যে আইনের শাসন নেই, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের পরিবেশ নেই - আজকের ঘটনায় আবারও তা প্রমাণিত হলো।

বিরোধী দলনেতা গন্ডাছড়া থেকে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের সাথে টেলিফোনে কথা বলতে চেয়েছিলেন। তাঁকে জানানো হয়, মহানির্দেশক এবং আইজিপি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে ব্যস্ত। সিপিআই(এম) রাজ্য দপ্তর থেকে আইজিপি (আইন শৃঙ্খলা)র সাথে যোগাযোগ করা হয়। সিপিআই(এম) সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের সাথে টেলিফেনে কথা বলেন। কয়েক ঘন্টা পর অবরোধ ওঠে।

সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সহ সিপিআই(এম) বিধায়ক টিমকে তাঁদের পরিষদীয় দায়িত্ব পালনে জনগণের সাথে মিলিত হবার প্রয়োসে বিজেপি-আইপিএফটি জোটের গণতান্ত্রিক ভাবে বাধা দেবার চেষ্টার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করছে। আইন, সাংবিধানিক শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবিতে সর্বস্তরের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাচ্ছে।

ভর্ত্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা ট্রাইবেল ফোক্ মিউজিক কলেজ

(ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত, A CENTRAL UNIVERSITY)

টি.টি.এ.এ.ডি.সি, খুমুলুঙ

কোর্স	বিভাগ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ভর্তির দরখাস্ত বিতরণ ও পূরণ করা দরখাস্ত জমার তারিখ	যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা	নির্বাচিত প্রার্থীর নামের তালিকা প্রকাশ	ভর্ত্তি তারিখ	ক্লাস শুরু
ডিপ্লোমা ইন ফোক মিউজিক (ত্রি-বর্ষীয়)	১। লোক সংগীত (FOLK VOCAL) ২। লোক নৃত্য (FOLK DANCE) ৩। খাম (FOLK KHAM)	মাধ্যমিক পাস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা নির্ণায়ক পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করে ভর্তি করানো হবে	১৫ ই জুন থেকে ১৮ ই জুন পর্যন্ত ফর্ম বিলি করা হবে ২৭ জুন থেকে ৩০ শে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ফর্ম জমা	৩রা জুলাই ২০১৮ ইং	৫ জুলাই ২০১৮ ইং	১০ জুলাই হতে ১১ জুলাই ২০১৮ ইং	১৭-০৭-২০১৮ ইং
বিমিউক পাস কোর্স (ত্রি-বর্ষীয়)	১। লোক সংগীত (FOLK VOCAL) ২। লোক নৃত্য (FOLK DANCE) ৩। খাম (FOLK INSTRU-MENT)	মাধ্যমিক পাস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা নির্ণায়ক পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করে ভর্তি করানো হবে	১৫ ই জুন থেকে ১৮ ই জুন পর্যন্ত ফর্ম বিলি করা হবে ২৭ জুন থেকে ৩০ শে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ফর্ম জমা	৩রা জুলাই ২০১৮ ইং	৫ জুলাই ২০১৮ ইং	১০ জুলাই হতে ১১ জুলাই ২০১৮ ইং	১৭-০৭-২০১৮ ইং

প্রাপ্তি স্থান ঃ ত্রিপুরা ট্রাইবেল ফোক্ মিউজিক কলেজ, খুমুলুঙ

TTAADC/ICAT/C-43/18

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
চিন্ময় দাস
ত্রিপুরা ট্রাইবেল ফোক্ মিউজিক কলেজ
টিটিএএডিসি, খুমুলুঙ

জরুরী পরিষেবা

পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা - ২৩২ ৫৭৬৫, পূর্বথানা - ২৩২ ৫৭৭৪, সিটি কন্ট্রোল - ১০০, ২৩২ ৫৭৮৪, বটতলা ফাঁড়ি - ২৩১ ০৮১২, আমতলী থানা ২২৩- ২২৫৮, নরসিংগড় ফাঁড়ি - ২৩৪ ২২৫৮, রামনগর ফাঁড়ি - ২৩১ ০৮১২, শ্রীনগর ফাঁড়ি - ৪০০০২৬, পুলিশ হেডকোয়ার্টার - ২৩২ ৫১৪৬। **অগ্নিনির্বাপক ঃ** প্রধান স্টেশন - ১০১, ২৩২ ৫৬৩০, বাধারঘাট - ১০১, ২৩৭ ৪৩৩৩, কুঞ্জবন - ২৩৫ ৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার - ২৩৮ ৩১০১। **হাসপাতাল ঃ** জিবি ইমারজেন্সি - ২৩৫ ৬৭০৭, ইমারজেন্সি ওয়ার্ড - ২৩৫ ৫৮৮৮, মেডিক্যাল সুপার (জিবি) - ২৩৫ ৩১১২, ডেপুটি মেডিক্যাল সুপার - ২৩৫ ৫৮১৮, ক্যান্সার হাসপাতাল - ২৩৫ ২৭৭৯, ইমারজেন্সি ক্যান্সার- ২৩৫ ১০৬৮, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ২৩৫ ১১৮২, ২৩৫ ১১৮৩, আই জি এম হাসপাতাল ২২২ ৫৬০৬, আম্বেদকর হাসপাতাল ২২৩ ০৫০৫, ২২৩ ০৫০৪। **নার্সিংহোম ঃ** আগরতলা নার্সিং হোম - ২৩০ ৯৬৬৫, ২৩০ ৯৬৬৬, লাইফ লাইন- ২৩২ ৩৮২৯, কেয়ার এন্ড কিউর - ২৩২ ৩৩৮১, ভৌমিক নার্সিং হোম- ২৩২ ২৮৬২, সঞ্জীবনী নার্সিং হোম - ২২০ ০৬৯০, ২২২ ৭৮৬০, ট্রপিক্যাল ২২২ ০২৬, সোনিক হেলথ এন্ড রিসার্চ ২৩২ ২৫৬৭, ২৩০ ২৭১৭, সরকার নার্সিং হোম ২৩২ ৪৩২৩। **এ্যাম্বুলেন্স ঃ** জেনেসিস ২২৩ ৩৬৬০, লাল বাহাদুর ক্লাব ২২৮ ৫১১, টি আর টি সি - ২৩২ ৫৬৮৫, শিবনগর মডার্ন ক্লাব- ২৫১ ৯৯০০, ভৌমিক পলিক্লিনিক- ২৩২ ২৮৬২, রিনিভার্স - ২২৩ ০১৪১, আগরতলা হসপিটাল- ২৩০ ৯৬৬৫৬৭, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় - ২৩৮ ০০৮০, ২৩৮ ০৬৪৫, পশ্চিম জেলা শাসক অফিস - ২৩২ ৩৩৩৬। **শববাহী গাড়ী ঃ** ট্রাকওনার্স সিন্ডিকেট - ২৩৮ ৫৮৫২, লিভিয়ার্স - ২২৩ ১০৪১, ট্রাক অপারেটার্স এসোসিয়েশন - ২৩৮ ৬৪২৬। **বিমান ঃ** সিটি অফিস - ২৩২ ৫৪৭০, ২৩১ ১২৭৬, এয়ারপোর্ট - ২৩৪ ২০২০, জেট এয়ার এয়ারওয়েজ- ২৩৪ ১৪০১, ইন্ডিগো- ২৩৪ ১১২৬৩। **বিদ্যুৎ ঃ** ইমারজেন্সি কল সেন্টার - ২৩০ ৬২১৩, বনমালীপুর - ২৩২ ৬৬৪০, দুর্গাচৌমুহনী- ২৩৩ ০৭৩০, জিবি- ২৩৫ ৬৪৪৮, বড়দোয়ালী- ২৩৭ ০২৩৩, ২৩৭ ০০০৮, আই জি এম - ২৩২ ৬৪০৫। **বিবিধ ঃ** রেলওয়ে রির্জাভেশন- ২৩২ ৫৫৩৩, সাপের কামড়ের ওযুধ- ২৩২ ২৮০১, ব্লাডব্যাঙ্ক আই জি এম - ২৩২ ৩৩৩২, ব্লাড ব্যাঙ্ক জিবি - ২৩৫ ৫৫১২, ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস - ২২২ ৬২৩৯ (টিআরটিসি)।

ক্রীড়াঙ্গন

৬ মাস পর দক্ষিণ আফ্রিকা দলে ফিরলেন স্টেইন

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ।। মর্নে মর্কেল অবসরে গেলেন। আচমকা বিদায় বলে দিলেন এবি ডিভিলিয়ার্স। অভিজ্ঞ দুই সেনানীকে হারানো দক্ষিণ আফ্রিকার অপেক্ষায় নতুন চ্যালেঞ্জ। হাহাকারের মাঝেও তাদের জন্য একটি স্বস্তির খবর, দীর্ঘ চোট কাটিয়ে অবশেষে ফিরেছেন ডেল স্টেইন। অভিজ্ঞ এই ফাস্ট বোলার জায়গা পেয়েছেন শ্রীলঙ্কা সফরের দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দলে। কন্ডিশন বিবেচনায় নিয়ে প্রোটিয়ারা লঙ্কায় যাচ্ছে তিনজন স্পিনার নিয়ে। স্টেইন সবশেষ খেলেছেন গত জানুয়ারিতে ভারতের বিপক্ষে কেপ টাউন টেস্টে। আরেকটি চোট কাটিয়ে সেই টেস্ট দিয়েই ফিরেছিলেন ১৪ মাস পর। প্রথম ইনিংসে দুটি উইকেটও নিয়েছিলেন। কিন্তু ওই টেস্টেই অবার বাধান চোট।

গোড়ালির গাঁটের সেই চোট এবার তার বাইরে রাখল ৬ মাস। কদিন আগে ক্রিকেটে ফিরেছেন হ্যাম্পশয়ারের হয়ে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেট দিয়ে। শুরুটায় যদিও ছন্দ পেতে লড়ছেন। তবে পারফরম্যান্সে তার প্রমাণ করার নেই কিছুই। দেখার ছিল ফিটনেস। সারের হয়ে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের চলতি ম্যাচটিতে এক ইনিংসে ২৬ ওভার বোলিং করে ফিটনেসের প্রমাণ রেখেছেন। ২০০৪ সালে ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে একই টেস্ট দিয়ে স্টেইন শুরু করেছিলন ক্যারিয়ার। ডি ভিলিয়ার্স অবসরে গেলেও স্টেইন কদিন আগে বলেছেন, খেলে যেতে চান, যতদিন পারা যায়।

তবে তার সেই চাওয়ায় সবচেয়ে বড় বাধা নিজের শীরর। চোটের কারণে ২০১৫ সালের পর থেকে গত আড়াই বছরে খেলতে পেরেছেন কেবল চারটি টেস্ট। এবার শুরু করলেন আরও একটি অধ্যায়। যেখানে আর তিনটি উইকেট পেলেই শন পোলকরে ৪২১ উইকেট ছাড়িয়ে যাবেন দক্ষিণ আফ্রিকার সফলতম টেস্ট বোলার। অবসরে যাওয়া মার্কেলের জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন লুঙ্গি এনগিডি। সীমিত সুযোগে এরমধ্যেই নিজের প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন এই ফাস্ট বোলার। চোটের কারণে আইপিএলে খেলতে না পারা কাগিসো রাবাদাও ফিরেছেন ফিট হয়ে। ডি ভিলিয়ার্সের জায়গায় আপাতত প্রোটিয়াদের বাজি হাইনরিখ ক্লাসেন। সীমিত ওভারে ক্যারিয়ারের শুরুটায় দারুণ পারফর্ম করে এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান জায়গা করে নিলেন টেস্ট দলেও। মূল কিপার ব্যাটসম্যান যদিও কুইন্টন ডি কক। ব্যাটসম্যান হিসাবে একাদশে জায়গা পেতে ক্লাসেনকে লড়তে হবে টিউনিস ডি ব্রুইনের সঙ্গে। শ্রীলঙ্কার কন্ডিশনে তিন স্পিনার নেওয়াটাও ছিল অনুমিত। মূল স্পিনার বাঁহাতি কেশভ মহারাজের সঙ্গে আছেন দুই রিস্ট স্পিনার তাবরাইজ শামসি ও শন ভন বার্গ। রঙিন পোকে টুকটাক সুযোগ পেলেও চায়নাম্যান বোলার শামসি একমাত্র টেস্টটি খেলেছেন ২০১৬ সালের নভেম্বরে। ৩১ বছর বয়সী লেগ স্পিনার ভন বার্গ ডাক পেলেন প্রথমবার। ঘরোয়া ক্রিকেটের পরীক্ষিত এই পারফর্মার ৯৬টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ৩৪৫ উইকেট। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজটি শুরু হবে আগামী ১২ জুলাই।

আবারও অঘটন, ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিল নতুন দল স্কটল্যান্ড

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ।। সাফাইয়ান শরিফের দুর্দান্ত ইয়র্কার পায়ে লাগল মার্ক উডের। যেন একসঙ্গে আবেদন করল গোটা গ্যালারি। আম্পায়রের আঙুল উঠতেই সেই গ্যালারিতে উচ্ছ্বাসের ঢেউ। বাঁধ ভাঙা আনন্দে দর্শকের অনেকে ছুটে গেলেন মাঠের ভেতরে। উপলক্ষ্যটাই এমন। রান উৎসবের রোমাঞ্চকর লড়াই স্কটল্যান্ড হারিয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ডকে। স্কটিশদের ক্রিকেট ইতিহাসেই যা সেরা জয়গুলি একটি। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার ওয়ানডেতে রবিবার ইংল্যান্ডকে ৬ রানে হারিয়েছে স্কটল্যান্ড। জিম্বাবুয়ে ছাড়া অন্য কোনো টেস্ট দলের বিপক্ষে স্কটিশদের ওয়ানডেতে জয় এটিই প্রথম।

এডিনবরায় চমক জাগানিয়া ব্যাটিং পারফরম্যান্সে কটিশরা তুলেছিল ৩৭১ রান। সহযোগী দেশগুলোর যা সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। ইংল্যান্ড সেই রান তাড়ায়ও ছিল জয়ের পথে। কিন্তু স্কটিশরা ঘুরে দাঁড়িয়ে ইংলিশদের আটকে দেয় ৩৬৫ রানে। শেষ দিকে উইকেট পড়ছিল নিয়মিত, তবে জয়টাও ছিল ইংল্যান্ডের নাগালে। শেষ ১২ বলে ইংলিশদের দরকার ১১ রান। হাতে ২ উইকেট। ৪৯তম ওভারের প্রথম বলে দ্বিতীয় রানের চেষ্টায় রান আউট আদিল রশিদ। পঞ্চম বলে শরিফের সেই ইয়র্কার। লোয়ার অর্ডারে দারুণ ব্যাট করা লিয়াম প্ল্যাঙ্কেটকে আরেকপাশে অপরাজিত রেখেই অল আউট ইংল্যান্ড প্রায় সাড়ে সাতশ রানের ম্যাচে আলাদা করে ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়েছেন দু'জন। তিনে নেমে ৯৪ বলে ১৪০ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলেছেন ক্যালাম ম্যাক্লাউড। স্কটল্যান্ডের হয়ে আগেই ৬টি সেঞ্চুরি তার, যার তিনটি দেড়শ ছাড়ানো। তবে সবকটিই ছিল সহযোগী দেশগুলোর বিপক্ষে। এবার বড় দলের বিপক্ষেও চেনালেন নিজের জাত। রান তাড়ায় ইংল্যান্ডকে বিস্ফোরক সূচনা এনে দিয়েছেন জনি বেয়ারস্টো। দেশের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে করেছেন ওয়ানডেতে টানা তৃতীয় সেঞ্চুরি। সবশেষ গত মার্চে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ১০৬ বলে ১৩৮, ৬০ বলে ১০৪ রানের ইনিংসের পর এবার ৫৯ বলে ১০৫। দিন শেষে যদিও পুড়েছেন হারের যন্ত্রণায়। টস হেরে ব্যাটিং নামা স্কটিশদের দুর্দান্ত শুরু এনে দেন ম্যাথু ক্রস ও কাইল কোয়েটজার। ৮২ বলে ১০৩ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন দু'জন। ৩৯ বলে ৪৮ রান করে। তবে স্কটিশ ঝড় থামেনি। তিনি নেমে দারুণ খেলতে থাকেন ম্যাক্লাউড। তৃতীয় উইকেটে রিচি বেরিংটনের সঙ্গেদ্দজা গড়েন ৯৩ রানেরজুটি। চতুর্থ উইকেটে জর্জ মানজির সঙ্গে ১০৭ রানের। মানজি ফেরেন ৫১ বলে ৫৫ রান করে। ম্যাক্লাউডকে থামাতে পারেননি কেউ। ১৬ চার ও ৩ ছক্কায় শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ৯৪ বলে ১৪০ করে। রেকর্ড কোর, কিন্তু এখনকার ইংল্যান্ডের সামনে তো নিরাপদ নয় কোনো রানই। সেটির প্রমাণ দিতে থাকে তারা শুরু থেকেই। তাণ্ডব চালান বেয়ারস্টো, সঙ্গ দেন জেসন রয়। দুজনের সুরুর জুটিতে ১২৯ রান ওঠে মাত্র ৭৬ বলেই। তাতে রয়ের অবদান ছিল কেবল মাত্র ৩২ বলে ৩৪। ইংল্যান্ডের সবশেষ ওয়ানডেতে বেয়ারস্টো সেঞ্চুরি করেছিলেন ৫৮ বলে। এবার করলেন ৫৪ বলে।

চেইস বিশুর স্পিনে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সহজেই জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ।। ত্রিনিদাদ টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করলেন জেসন হোল্ডার। শ্রীলঙ্কাকে দ্বিতীয়বার অল আউট করতে সতীর্থদের দিলেন যথেষ্ট ওভার। তবে চতুর্থ দিন ব্যবধান অনেকটাই কমিয়ে এনেছেন অতিথিরা। কুসল মেন্ডিসের ব্যাটে প্রথম টেস্টে লড়ছে লঙ্কানরা। চতুর্থ দিনের খেলা শেষে শ্রীলঙ্কার সংগ্রহ ৩ উইকেটে ১৭৬ রান। মেন্ডিস ৯৪ ও লাহিরু গামাগে শূন্য রানে বাট করছেন। জয়ের জন্য পঞ্চম ও শেষ দিনে অতিথিদের চাই আরও ২৭৭ রান। সিরিজে এগিয়ে যেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রয়োজন শেষ ৭ উইকেট। বড় লক্ষ্য তাড়ায় শুরুতেই কুসল পেরেরাকে হারায় শ্রীলঙ্কা। একাদশ ওভারে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন অধিনায়ক দিনশ চান্দিমাল। সেখান থেকে দলকে পথ দেখান মেন্ডিস ও অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস। বিপজ্জনক হয়ে উঠা জুটি ভাঙেন হোল্ডার। তিনটি চারে ৩১ রান করে কট বিহাইন্ড হয়ে ফিরে যান ম্যাথিউস। তার বিদায়ের পর বোলারদের ওপর চড়াও হন মেন্ডিস। রোশেন সিলভার সঙ্গে গড়েন ৫২ রানের জুটি। দ্রুত রান তোলা এই জুটিতে সিলভার অবদান ১৪ রান। দিনের শেষ দিকে দেবেন্দ্র বিশুর লেগ স্পিনে ফিরতি ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান তিনি। বাকি সময়টা নাইট ওয়াচম্যান লাহিরু গামাগেকে নিয়ে কাটিয়ে দেন মেন্ডিস। ভাগ্যকে পাশে পেয়ে এই ওপেনার সেঞ্চুরির খুব কাছে দাঁড়িয়ে। ৬ ও ৪২ রানে দুইবার উইকেট রক্ষককে ক্যাচ দিয়েও বেঁচে যান তিনি। প্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজ আবেদন করে তবে তাতে সাড়া দেননি আম্পায়ার। ব্যাটের স্পর্শের ব্যাপারে নিশ্চিত না থাকায় রিভিউ নেননি হোল্ডার। পরেরবার আবেদনই করেনি স্বাগতিকরা। ভাগ্যকে অমনভাবে পাশে পাওয়া মেন্ডিস হতাশ করেননি দলকে। ১৮৬ বলে ৯ চার ও দুই ছক্কায় খেলেছেন ৯৪ রান নিয়ে তার ব্যাটেই দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়ের আশা জাগিয়ে শ্রীলঙ্কা। এর আগে পোর্ট অব স্পেনে শনিবার ৪ উইকেটে ১৩১ রান নিয়ে দিন শুরু করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরিয়ান শেন ডাওরিচকে শুরুতেই ফিরিয়ে দেন লাহিরু কুমার। তার হঠাৎ নীচু হয়ে যাওয়া বলে স্বাগতিক উইকেট রক্ষক- ব্যাটসম্যানের খুব বেশি কিছু করার ছিল না।

এসেই শট খেলতে শুরু করেন জেসন হোল্ডার। কাইরন পাওয়েলের সঙ্গে তার জুটি জমে উঠতে সময় লাগেনি। ষষ্ঠ উইকেটে দুইজনে গড়েন ৪২ রানের জুটি। সেঞ্চুরির আশা জাগানো পাওয়েলকে ফিরিয়ে জুটি ভোঙেন দিলরুয়ান পেরেরা। ১২৭ বলে ৭টি চার ও দুই ছক্কায় ৮৮ রান করা পাওয়েল প্লিক মাটিতেরাখতে পারেননি। দ্রুত রান তোলা অধিনায়ককে বিদায় করেন অভিজ্ঞ বাঁহাতি স্পিনার রঙ্গনা হেরাথ। প্রতম ইনিংসে প্রতিরোধ কড়া দুই ব্যাটসম্যান দেবেন্দ্র বিশু ও কেমার রোচ এবারও ভুগিয়েছেন লঙ্কান বোলারদের। দুই টেল এন্ডারের বাটে ৭ উইকেটে ২২৩ রানে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করেন হোল্ডার। ৪০ রানে ৩ উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কার সেরা বোলার পেসার কুমারা। হেরাথ ২ উইকেট নেন ৫২ রানে।

৬ হাজার কোটি রুপিতে ভারতীয় ক্রিকেটের টিভি স্বত্ব পেল স্টার টিভি

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ।। আগেরবারের চেয়ে এবার লড়াই ছিল আরও জোর। টাকার অঙ্কও তাই বেড়ে গেল অনেক। ৬ হাজার ১৩৮ কোটি টাকাতে আগামী ৫ বছরের জন্য ভারতীয় ক্রিকেটের টিভি ও ডিটজিটা স্বত্ব নিজেদের কাছেই রেখেছে স্টার ইন্ডিয়া। খেলা জগতের ইতিহাসে প্রথমবারের মত হওয়া ই-নিলামে তিন দিনের লড়াই শেষে বৃহস্পতিবার সনি পিকচার্স নেটওয়ার্ককে হারিয়ে স্বত্ব ধরে রেখেছে স্টার। সনির চূড়ান্ত দর ছিল ৬ হাজার ১১৮ কোটি ৫৯ লাখ রুপি। এর আগে ২০১২ থেকে ২০১৮ মেয়াদে ৩ হাজার ৮৫১ কোটি টাকাতে ভারতীয় ক্রিকেটের স্বত্ব কিনেছিল স্টার। ২০১৮ থেকে ২০২৩ মেয়াদে অর্থ বেড়েছে প্রায় ৫৯ শতাংশ। স্টারের আগের মেয়াদে ছেলেদের আন্তর্জাতিক ম্যাচ ছিল ৯৬টি। নতুন মেয়াদে খানিকটা বেড়ে ম্যাচ হচ্ছে ১০২টি। প্রতি ম্যাচের জন্য স্টার গুনছে প্রায় ৬০ কেটি টাকা। ভারতের মাটিতে ছেলেদের জাতীয় দলের ম্যাচের পাশাপাশি মেয়েদের ম্যাচ ও ঘরোয়া ক্রিকেটের কিছু ম্যাচও অন্তর্ভুক্ত থাকছে চুক্তিতে। ক্রিকেটের সবচেয়ে মূল্যবান দুটি টিভি স্বত্ব নিজেদের কাছে রাখল দ্বটার ইন্ডিয়া। গত সেপ্টেম্বর তারা ২০১৮ থেকে ২০২২ পর্যন্ত আইপিএলের স্বত্ব কিনেছে ১৬ হাজার ৩৪৭ কেটি ৫০ লাখ রুপিতে। আইপিএলের ম্যাচ প্রতি স্টার দিচ্ছে সাড়ে ৫৪ কোটি টাকা। এছাড়া আইসিসি টুর্নামেন্টগুলোর টিভি স্বত্বও স্টার ইন্ডিয়ারই। ২০১৫ থেকে ২০২৩ মেয়াদে আইসিসি ইভেন্টের বত্ব কিনেছে তারা ১৯০ কোটি মার্কিন ডলারে।

অপ্রত্যাশিত বাংলাদেশের এশিয়াকাপ জয়

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ।। ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের এশিয়াকাপ ফাইনালে জয়টা ছিল অপ্রত্যাশিত। যেই বাংলাদেশ ঠিকভাবে ভারতের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা রাখে না, সেই বাংলাদেশ ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে যে গৌরব জয় করেছে তা বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের নিজেদের ধারণারও বাইরে ছিল। শেষ ওভারটাই ছিল মূলত এই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। এই ওভারটি যেন এসেছিল বাংলাদেশের জন্যই। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল কোনদিন কোন বড় ইভেন্ট জয়ী হয়েছে এমন কোন উদাহারণ না থাকলেও আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের মেইন ক্রিকেট দল যা করতে পারে নি তা করে দেখালো বাংলাদেশের মহিলা ক্রিকেট দল। এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতকে পরাস্ত করে এশিয়া কাপের শিরোপা দখল করল বাংলাদেশ।

ডাউন দা উইকেটে এসে জাহানারা আলমের শট। বল মিড উইকেটে। পড়ি মরি করে দ্রুত দুই রান। নিজেকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়া। রান পুরো করে যখন মাটিতে শুয়ে জাহানারা, উড়ছেন তখন তার সতীর্থরা। ত্বরিত উঠে ডানা মেলে দিলেন জাহানারাও। উড়ছে আসলে বাংলাদেশের ক্রিকেটই। কুয়ালালামপুরে রবিবার দারুণ বোলিংয়ে ভারতকে মাত্র ১১২ রান আটকে দিতে সক্ষম হয় বাংলাদেশ। উত্তেজনাপূর্ণ রান তাড়ায় অনেক চড়াই উৎরাই শেষে রোমাঞ্চকর জয় ধরা দেয় শেষ বলে। এশিয়া ক্রিকেটের প্রায় অপরাজেয় ভারতের বিপক্ষে ফাইনালের জয় স্রেফ একটি ম্যাচের অঘটন নয়। প্রাথমিক পর্বে দারুণ খেলে ভারতকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। এশিয়া কাপের ইতিহাসেই সেটি ছিল বারতের প্রথম পরাজয়। সেই দলকেই আবার হারাল বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কার কাছে হার দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর পর টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে শিরোপা জিতল সালমা খাতুনের দল। শেষ ২ ওভারে ১৩ রানের আপাত সহজ সমীকরণ অনেকটাই কঠিন হড়েছিল শেষের অগের ওভারে মাত্র ৪ রান আসায়। শেষ ওভারে প্রয়োজন ছিল ৯ রান। ২০১২ সালের এশিয়া কাপের ফাইনালে শেষশ ওবারে ঠিক ৯ রানের চেষ্টায়ই ম্যাচ হেরেছিল বাংলাদেশের ছেলেরা।

প্রথম বলে সিঙ্গেল নেন জানজিদা। পরের বলে দুর্দান্ত ইনসাইড আউটে রুমানা আহমেদের চার। পরের বলে সিঙ্গেল। এখন ৩ বলে প্রয়োজন ৩ রান, ছক্কায় শেষ করতে গিয়ে সীমানায় ধরা সানজিদা। আবার জমে উঠে ম্যাচ। পরের বলে এক রান নেওয়ার পর রান আউট রুমানা। ২২ বলে ২৩ রানের মহামূল্যবান ইনিস খেলেছেন। কিন্তুতার বিদায়ে শঙ্কা বাড়ে আরও। শেষ বলে স্ট্রাইকে যে নতুন মহিলা। সেই জাহানারার ব্যাটেই অসে স্বপ্নের জয়। রান তাড়ায় বাংলাদেশকে মোটামুটি ভালো শুরু এনে দিয়েছিলন শামিমা সুলতানা ও আয়েশা রহমান। তবে দুজনের ৩৫ রানের জুটির পরই জোড়া ধাক্কা। লেগ স্পিনার পুনম যাদবের পরপর দুই বলে আউট দুইজন।

তৃতীয় উইকেটে সেই ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ফারজানা হক ও নিগার সুলতানা। এই জুটিও বাঙেন পুনম। ফিরিয়ে দেন প্রাথমিক পর্বে এই দুই দলের লড়াইয়ের ম্যাচ জেতানো ফিফটি করা ফারজানাকে। দ্বাদশ ওবারে তখন বাংলাদেশের রান ৩ উইকেটে ৫৫। একটু শঙ্কায় দল। কিন্তু আতঙ্কিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় দলকে কিছুটা এগিয়ে নেন নিগার সুলতানা ও রুমানা আহমেদ। ৬ ওবারে যখন প্রয়োজন ৪৭ রান, বারতের অভিজ্ঞতম বোলার ঝুলন গোস্বামী টানা তিন বলে চার মেরে সমীকরণ নাগালে নিয়ে আসেন নিগার। তবে কাজটা শেষ করতেপারেননি তিনি। আবারও বাধা সেই পুনম। দায়টা যদিও নিগারের, আউট হন ফুলটাস বলে। ২৪ বলে করেছেন ২৭ রান। হাল ধরেন দলের সেরা ক্রিকেটার রুমানা। শেষ দিকে দ্রুত রান তোলার দায়িত্ব যার, সেই ফাহিা ফেরেন ৭ বলে ৯ রান করে। নাটক পরে আরও জমে উঠে শেষাঙ্কে গিয়ে যেখানে শেষ হাসি বাংলাদেশর মেয়েদের। এই জয়ের ফলে উচ্ছাশিত পুরো বাংলাদেশ ও দেশের ক্রিকেট প্রেমীরা। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহল থেকে ধন্যবাদ জানানো শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন মহল ও সংস্থা থেকে।

বিশ্ব ক্রিকেটে আধিপত্য বজায় রাখলো ভারত, দ্বিতীয় দক্ষিণ আফ্রিকা

নয়াদিল্লি, ১১ জুন ।। টেস্ট ইতিহাসে দশম ব্যাটসম্যান হিসাবে ক্যরিয়ারে প্রথম দশ টেস্টেই স্পর্শ করেছেন হাজার রান। এই ধারাবহিকতা এইডেন মারক্রামকে র‍্যাঙ্কিংয়েও তুলে আনল নতুন উচ্চতায়। মাত্র ১০ টেস্ট খেলেই আইসিসি টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছেন তরুণ প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত জোহানেসবার্গ টেস্টে ১৫২ রনের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন মারক্রাম। দ্বিতীয় ইনিংসে করেছেন ৩৭। এই পারফরম্যান্স তাকে এগিয়ে নিয়েছে ৬ ধাপ। উঠে এসেছেন টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে নয়ে। ১০ টেস্টে ৪ সেঞ্চুরি ও ৩ ফিফটিতে মারক্রামের রান এখন ঠিক ১ হাজাব, গড় ৫৫.৫৫। ২০১৪ অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে দক্ষিণ অফ্রিকাকে শিরোপা জয়ে নেতৃত্ব দেওয়া ওই ব্যাটসম্যান -এর মধ্যে জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার স্বাদও পেয়েছেন। মূল অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে ভারতের বিপক্ষে ৫টি ওয়ানডেতে অধিনায়কত্ব করেছেন ২৩ বছর বয়সী ওপেনার। ব্যাটসম্যানেদের শীর্ষে এখনও আছেন নিষিদ্ধ হওয়া স্টিভেন স্মিথ। দুইয়ে বিরাট কোহলি। এক ধাপা এগিয়ে জো রুট উঠেছেন তিনে। জোহানেসবার্গ টেস্টে ৫১ রানে ৯ উইকেট নিয়ে ভার্নন ফিল্যান্ডার এগিয়েছেন ৬ ধাপ। উঠে এসেছেন আইসিসি টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনে। শীর্ষে আগের মতোই কাগিসো রাবাদা, দুইয়ে জিমি অ্যান্ডারসন। ফিল্যান্ডার অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে উঠেছেন তিনে। দুইয়ে আগের মতোই রবীন্দ্র জাদেজা, শীর্ষে সাকিব আল হাসান।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে হেরে দলীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে অস্ট্রেলিয়া নেমে গেছে চারে। ইংল্যান্ডের বিপেক্ষ সিরিজ ১-০তে জিতে নিউজিল্যান্ড উঠেছে তিনে। বাৎসরিক পরিক্রমার প্রাইজমানিতেও তাই বদলেছে প্রাপ্তির অঙ্ক। আইসিসি'র বিবেচনায় নেওয়া শেষ সময় ৩ এপ্রিল, র‍্যাঙ্কিংয়ের তিনে থাকা দলের প্রাইজমানি ২ লাখ ডলার, চারে থাকা দল পাবে অর্ধেক। শীর্ষ দল হিসাবে আগেই ১০ লাক্ষ ডলার নিশ্চিত করেছে ভারত, দ্বিতীয় স্থানে থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ লাখ ডলার প্রাপ্তিও নিশ্চিত হয়েছে আগে।

সরকারের গৃহীত কর্মসূচির সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।। রাজ্য সরকারের যেসব প্রকল্প বর্তমানে রয়েছে তার থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে যে কাজটা আগে করা প্রয়োজন তা স্থির করে এগিয়ে যেতে হবে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের পর্যালোচনা বৈঠকে একথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি সরকারী আধিকারিকদের জনগণের কল্যাণে কাজ করার কথা বলেন এবং সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সরকারী সুযোগ-সুবিধা প্রত্যেকের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে কাজ করার নির্দেশ দেন।

সামাজিক ভাতা নিয়ে সোমবার মহাকরণে পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। নিজস্ব ছবি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত সরকারের সময়ে রাজ্য সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণ করা ছিলো আধিকারিকদের কাজ। এই ক্ষেত্রে আধিকারিকদের কোনও ধরণের মতামত নেওয়া হতো না। বর্তমানে রাজ্য সরকার সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে সরকারী আধিকারিকদের পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়েই বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব থেকে সব অংশের কর্মচারীদের কাজের ক্ষেত্র পরদির্শন করে বিস্তারিত কাজের রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি সচিবদের উদ্দেশ্যে বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীদের কাছ থেকে বিভিন্ন কাজের অনুমোদন নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। পর্যালোচনা বৈঠকে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব জানান, বর্তমানে রাজ্যে ৪ লক্ষ ২২ হাজার মানুষ বিভিন্ন সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন। নতুনভাবে আরও ৩৮ হাজার আবেদনপত্র দপ্তরে জমা পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রাপক সুবিধাভোগীদের এবং আবেদনকারীদের আবেদনপত্রগুলি নিয়মনীতি মেনে যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে গৃহপরিচালিকা ভাতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা প্রকৃত গৃহপরিচারিকার কাজ করেন তাদেরকেই এই ভাতা প্রদান করা দরকার। পূর্ত দপ্তরের পর্যালোচনায় উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে রাজ্যের ৬টি জাতীয় সড়কের ৮৫৩.৮১ কিলোমিটার রাস্তা প্রশস্তকরণের কাজ চলছে। এছাড়া, পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে ৭টি জাতীয় সড়কের ডি পি আর তৈরীর বিষয় সম্পর্কে অবগত করা হয়। এছাড়াও এন এইচ আই ডি সি এল-এর মাধ্যমে ৮টি সড়কের ডি পি আর তৈরীর কাজ চলছে বলে বৈঠকে জানানো হয়। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জমি অধিগ্রহণকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী আমবাসা থেকে আঠারোমুড়া পর্যন্ত জাতীয় সড়কের মেরামতির খোঁজখবর নেন। এই ক্ষেত্রে তিনি বলেন, বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই এই সকল মেরামতির কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন ছিলো। তিনি এই ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে উদ্যোগ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জেলাশাসক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ পূর্ত দপ্তরের কার্যনিবাহী বাস্তুকারদের কাজের ক্ষেত্রে মনিটরিং করার জন্য নির্দেশ দেন। আগরতলায় ইলেকট্রকি ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন তিনি। বৈঠকে ত্রিপুরা রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (ট্রেডা) পক্ষ থেকে বৈঠকে জানানো হয় যে, সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্র মিলে ১.২৭৫

উদয়পুর থেকে অপহৃত নাবালিকা উদ্ধার শিলচরে, ধৃত অপহরণকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ জুন।। উদয়পুর থেকে অপহৃত নাবালিকা উদ্ধার হয়েছে শিলচরে। সেই সাথে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অপহরণকারী যুবককে। যদিও এই অপহরণের পেছনে প্রণয় সংক্রান্ত বিষয় থাকতে পারে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, উদয়পুরের গকুলপুর এলাকার এক নাবালিকাকে গত ২৯ মে পাশ্ববর্তী গ্রামের রাকেশ দাস অপহরণ করেছে বলে আর কে মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ঐ নাবালিকার অভিভাবক। ঐদিন নাবালিকার বাড়িতে কেউ ছিলেন না। এই সুযোগে নাবালিকাকে নিয়ে চম্পট দেয় রাকেশ। জানা গিয়েছে রাকেশ একটি বেসরাকরী সংস্থায় চাকুরী করে। সেই থেকে ঐ নাবালিকা ও যুবকের কোন হদিশ নেই। পুলিশ বিভিন্ন স্থানে তল্লাসী করে কোন হদিশ পায়নি। রাকেশের মোবাইল নম্বরও পরিবর্তন করা হয়। নতুন কোন নম্বর ব্যবহার করছিল রাকেশ। পুলিশ রাকেশের বাড়িতে গিয়ে বহু নথিপত্র ঘেটে তার মোবাইলের ইএমইআই নম্বর সংগ্রহ করে। সেই ইএমইআই নম্বরের সূত্র ধরেই পুলিশ জানতে পারে যে রাকেশ শিলচরের রঙপুরে রয়েছে।

পরবর্তী সময়ে ঐ বেসরকারী সংস্থার অন্যান্য কর্মীদের কাছ থেকে কিছুটা তথ্য পেয়েছে যা রাকেশের রঙপুরে অবস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। পরে আর কে পুর থানার পুলিশ শিলচরের সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে। শিলচরের পুলিশ রঙপুরের একটি মুসলীম বাড়ি থেকে রাকেশ ও ঐ নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে। খবর পেয়ে আর কে পুর মহিলা থানার পুলিশ শিলচরে যায় এবং সোমবার রাকেশ ও ঐ নাবালিকাকে নিয়ে আসে। ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয়েছে দুজনেরই। রাকেশের বিরুদ্ধে আর কে পুর মহিলা থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। মামলার নম্বর ২২/১৮। মামলাটি হয়েছে আইপিসির ৩৬৩ ধারা মোতাবেক।

রায়বরেলিতে ট্রাক ও প্রাইভেট গাড়ির সংঘর্ষ মৃত্যু একই পরিবারের পাঁচজন সদস্যের

রায়বরেলি, ১১ জুন।। উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলিতে ট্রাকের সঙ্গে একটি প্রাইভেট গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন একই পরিবারের পাঁচজন সদস্য। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরো চারজন। সোমবার সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রায়বরেলির উনচাহার থানা এলাকায়। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার সকালে উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড় জেলার মানগড় থেকে মন্দির দর্শন করে ফিরছিল পরিবারটি। উনচাহার থানা এলাকায় তাদের গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়টুকুও পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচজনের। মৃতদের মধ্যে তিনজন নাবালক। কমবেশি আহত অবস্থায় চারজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।এদিকে, সোমবার সকালেই উত্তরপ্রদেশের কনৌজ জেলায়, লখনউ আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে বেপরোয়া বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় ছয়জন পড়ুয়া সহ মোট সাতজনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন একজন শিক্ষকও। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় সাতজনের মৃত্যুর পাশাপাশি গুরুতর আহত হয়েছেন আরো দুজন। সোমবার ভোর চারটে নাগাদ ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের কনৌজ জেলার তিরবা এলাকায়, লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়ের ওপর।

আরব সাগরে স্নান করতে নেমে মৃত্যু তিনজন পর্যটকের

পানাজি, ১১ জুন।। আনন্দ পরিণত হল বিষাদে। আরব সাগরে স্নান করতে নেমে, ডুবে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা। তিনজন পর্যটকের। মৃতদের মধ্যে একজন পেশায় পুলিশ কনস্টেবলও রয়েছেন। প্রাণ হারিয়েছেন তার ভাইও। মৃত পর্যটকদের বাড়ি মহারাষ্ট্রের আকোলায়। সোমবার সকালে গোয়ার জনপ্রিয় কালাঙ্গুটে সমুদ্রসৈকত থেকে তিনজন পর্যটকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কালাঙ্গুটে পুলিশ ইন্সপেক্টর জে দলভি জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের আকোলা থেকে গোয়ায় বেড়াতে এসেছিলেন ১৪ জন পর্যটকের একটি দল। সোমবার ভোর চারটে নাগাদ ট্রেনে চেপে গোয়ায় এসে পৌঁছান তারা।

গোয়ায় পৌঁছানোর পরই তারা উত্তর গোয়া জেলায় (পানাজি থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে) জনপ্রিয় কালাঙ্গুটে সমুদ্রতটে ঘুরতে যান। আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্ত্বেও, আরব সাগরে তারা স্নান করতে নামে। সাগরে স্নান করতে নামার কিছুক্ষণের মধ্যেই পাঁচজন তলিয়ে যান। তাদের মধ্যে দুজনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হলেও, তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। দুজনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদেহ নাম হল পেশায় পুলিশ কনস্টেবল প্রীতেশ লক্ষেশ্বর নন্দা, তার ভাই চেতন লক্ষেশবর নন্দা এবং উজ্জ্বল।

সতর্কতা সত্ত্বেও হুঁশ ফিরছে না, দিঘার সমুদ্রতট থেকে উদ্ধার দুজন পর্যটকদের দেহ

দিঘা, ১১ জুন।। প্রশাসনের বহু সতর্কতা সত্ত্বেও, হুঁশ ফিরছে না পর্যটকদের। দিঘার সমুদ্রে মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। রবিবার ছুটির দিন, প্রবল ভিড়ের মধ্যেই সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যান দুজন পর্যটক। রাতভর নিখোঁজ থাকার পর সোমবার সকালে দিঘার মোহনার সমুদ্রতট থেকে ওই দুই পর্যটকের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতদের নাম হল, সোনু চৌধুরী এবং অঙ্কিত আগরওয়াল। পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, ট্যুরিস্ট বাসে করে রবিবার দিঘায় বেড়াতে এসেছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার নোয়াপাড়ার গোপিনাথ জি রোডে বাসিন্দা সোনু চৌধুরী। রবিবার নিউ দিঘার জগন্নাথ ঘাটে স্নান করার সময় তলিয়ে যান সোনু। সোমবার সকালে তারদেহ উদ্ধার হয়েছে।

অপরদিকে, ঝাড়খন্ডের বাসিন্দা অঙ্কিত, বন্ধুদের সঙ্গে দিঘায় বেড়াতে এসেছিলেন। রবিবার উদয়পুরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যান অঙ্কিত। পরে দিঘা থানাও মোহনা থানার পুলিশ স্পিডবোটের সাহায্যে তল্লাশি চালায় সমুদ্রতটে। রাতভর নিখোঁজ থাকার পর সোমবার সকালে দিঘা মোহনার কাছে, সমুদ্রতট থেকে অঙ্কিতের দেহ উদ্ধার করা হয়।

বিধানসভা অধিবেশনের জন্য বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।। আগামী ১৯ জুন ২০১৮ থেকে দ্বাদশ ত্রিপুরা বিধানসভার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হবে। বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন নিরাপত্তাজনিত কারণে বিধানসভায় প্রবেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা বিধানসভা সচিবালয় থেকে জানানো হয়েছে, রিক্সা ছাড়া বিধানসভা সচিবলায় থেকে দেওয়া পরিচয়পত্র ছাড়া কোনও ব্যক্তি বা যানবাহন বিধানসভা চত্বরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবেনা। ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য-সদস্যা, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, দর্শক এবং বিধানসভার কর্মচারীগণ বিধানসভা চত্বরে প্রবেশের সময় নিরাপত্তা রক্ষীরা চাইলে তাঁদের প্রবেশপত্র দেখাতে হবে। বিধানসভার সদস্য-সদস্যা, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, দর্শক এবং বিধানসবা কর্মচারীগণ প্রবেশপত্র নিয়ে কোনও সহযাত্রী ছাড়া গাড়ি বা অন্য কোনও যানবাহনে বিধানসভা চত্বরে প্রবেশ করতে পারবেন। বিধানসবা সদস্যদের সঙ্গে থাকা ব্যক্তিগণ নিরাপত্তা রক্ষীদের জন্য আলাদা কোনও প্রবেশপত্রের প্রয়োজন নেই। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, দর্শক, সরকারী আধিকারিক এবং কর্মচারীগণ ব্যাগ বা অন্য কোনও আপত্তিকর জিনিসপত্র নিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করতে পারবেন না। বিধানসভা অধিবেশন কক্ষে মোবাইল ফোন নেওয়া যাবে না। সবার অবগতির জন্য বিধানসভা সচিবালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

আজ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। মঙ্গলবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে। সকাল সাড়ে ৯টায় পর্সদ ভবনে ফল প্রকাশিত হবে।

বেআইনি কাঠের ব্যবসা বন্ধ করতে স-মিল বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। রানিরবাজার থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযন চালিয়ে বেআইনি কাঠ চেরাইয়ের মেশিন উদ্ধার করেছে। জানা গেছে, রবিবারে রাতে রানিরবাজার থানাধীন একটি বেআইনি সো-মিল গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে পুলিশ সো-মিল এবং বেশ কিছু কাঠও উদ্ধার করেছে। পরে পুলিশ এগুলিকে বাজেয়াপ্ত করেছে। জানা গেছে, উদ্ধারকৃত সো-মিল এবং কাঠগুলিকে পুলিশ বন দফতরের কাছে হস্তান্তরিত করেছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়া ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।। ১ জানুয়ারি ২০১৯ কে ভিত্তি হিসাবে ধরে সচিত্র ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়া ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ থেকে শুরু হবে। এই প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রস্তুতি পর্ব অবশ্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরুণীকান্তি আজ বিকালে নির্বাচন দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মলনে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারীক শ্রীরাম তরণিকান্তি। নিজস্ব ছবি।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সি ই ও) জানান, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। ১ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে এই তালিকার উপর দাবী ও আপত্তি জানানো যাবে। দাবী ও আপত্তির নিষ্পত্তি করা হবে ৩০ নভেম্বর ২০১৮-র আগে। ডাটাবেস আপডেট এবং ছাপার কাজ করা হবে ৩ জানুয়ারী ২০১৯-র আগে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৪ জানুয়ারী ২০১৯। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরুণীকান্তি জানান, ১৫ মে ২০১৮ থেকে বি এল ও-রা বাড়ী বাড়ী গিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ করছেন। ২০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাস এবং এই কেন্দ্রগুলি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হবে ২১ জুন ২০১৮ থেকে ৩১ জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে। কন্ট্রোল টেবিল আপডেট, খসড়া ভোটার তালিকা তৈরীর যাবতীয় প্রস্তুতি চলবে ১ আগস্ট ২০১৮ থেকে ৩১ আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, সমগ্র বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১০ মে ২০১৮ বৈঠক করা হয়েছে। ডিই ও এবং ইআর ও-গণ জেলা এবং মহকুমা পর্যায়েও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। শ্রীরাম তরুণীকান্তি জানান, দিব্যাঙ্গজনদের (প্রতিবন্ধী) ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে যাতে সমস্যার মুখে না পড়তে হয় সেজন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাদের সুবিধা অনুযায়ী ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে যাতে নানাবিধ ব্যবস্থা রাখা যায় তার জন্য এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সি ই ও জানান, এই মুহূর্তে রাজ্যে দিব্যাঙ্গজনের সংখ্যা আশি হাজারের মত হবে। এর মধ্যে ভোটার হবেন একান্ন হাজারের মত। ইতিমধ্যেই ছাব্বিশ হাজার ভোটারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সবাইকেই চিহ্নিত করে তাদের সুবিধা অনুযায়ী ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার উদ্যোগ নেয়া হবে। সি ই ও জানান, ই ভি এম এবং ভি ভি প্যাটের ফাষ্ট লেভেল চেকিং কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। রাজ্যের সবকয়টি জেলাতেই এখন এই কাজ হচ্ছে। আগামী ১৪ জুন ২০১৮ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। সাংবাদিক সম্মলনে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক দেবাশিষ মোদকও উপস্থিত ছিলেন।

অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন বগিবিল সেতু ঃ রেলমন্ত্রী গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১১ (হিঃস) জুন ।। আগামী অক্টোবরেই উদ্বোধন করা হবে বগিবিল সেতু। এবং তার উদ্বোধন করবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার নয়াদিল্লির ন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের চার বছরের কার্যকালে রেল মন্ত্রকের কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরেছেন দফতরের মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। সাংবাদিকদের মন্ত্রী জানান, গত চার বছরে দেশের রুগ্ন রেল সেতুর মেরামত ছাড়াও অসংখ্য নতুন সেতু তৈরি হয়েছে। বলেন উজান অসমের ডিব্রুগড় জেলার ভারত - চীন সীমান্তবর্তী ব্রহ্মপুত্রের ওপর ভারতের দীর্ঘতম এবং এশিয়ার দ্বিতীয় দীর্ঘ বগিবিল রেল ও যানসেতুটি বিগত ১৬ বছর ধরে সম্পূর্ণ হয়ে উঠছিল না। তদানীন্তন সরকারের আমলে নানা অজুহাতে এর নির্মাণকাজ স্থবির হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এর নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে। তাছাড়া অসমবাসীর জন্য মন্ত্রী গোয়েল অন্য এক সুখবর দিয়েছেন। জানান, অসমে রেলের কারাখানা স্থাপনের জন্য ইতিবাচক চিন্তা করছে কেন্দ্র। এতে রেলের কামরা তৈরি, কামরার মেরামত হবে। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল প্রদত্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিষয়টি নিয়ে ভাবছে রেল মন্ত্রক। রেল দফতরে নিয়োগের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেকার যুবক-যুবতীরা বঞ্চিত হচ্ছে বলে জনৈক সাংবাদিকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, রেল আজকাল সব ধরনের নিয়োগ অনলাইনে হয়। চেষ্টা করলে চাকরি নিশ্চিত। তাই উত্তরপূর্বের বেকাররা চাকরি পাচ্ছেন না বলে এখনে অভিযোগের কোনও অবকাশ নেই।

পানীয় জল, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ বিষয়ে সমস্যা নিরসনে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে - সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ জুন ।। গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির বিশেষ সভা আজ পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ কর্মের পর্যালোচনা করেন। সভার শুরুতে বি ডি ও ব্লকের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতির তথ্য তুলে ধরেন। সভায় ঊনকোটি জেলার জেলা শাসক ডি. ডার্লং জানান, এম জি এন রেগায় গৌরনগর ব্লকে এ বছর ৬.২২ শতাংশ শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা সভায় বিভিন্ন দপ্তরের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নেন এবং প্রতিটি কাজ যথা সময়ে সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিষয়ে সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এলাকাবাসীকেও উদ্যোগী হতে হবে। প্রতিটি দপ্তরকে ১০০ দিনের অ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতেও তিনি আহ্বান জানান। সভায় গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শান্তি সিংহ সভাপতিত্ব করেন। ভাইস চেয়ারম্যান ইনুস

ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।